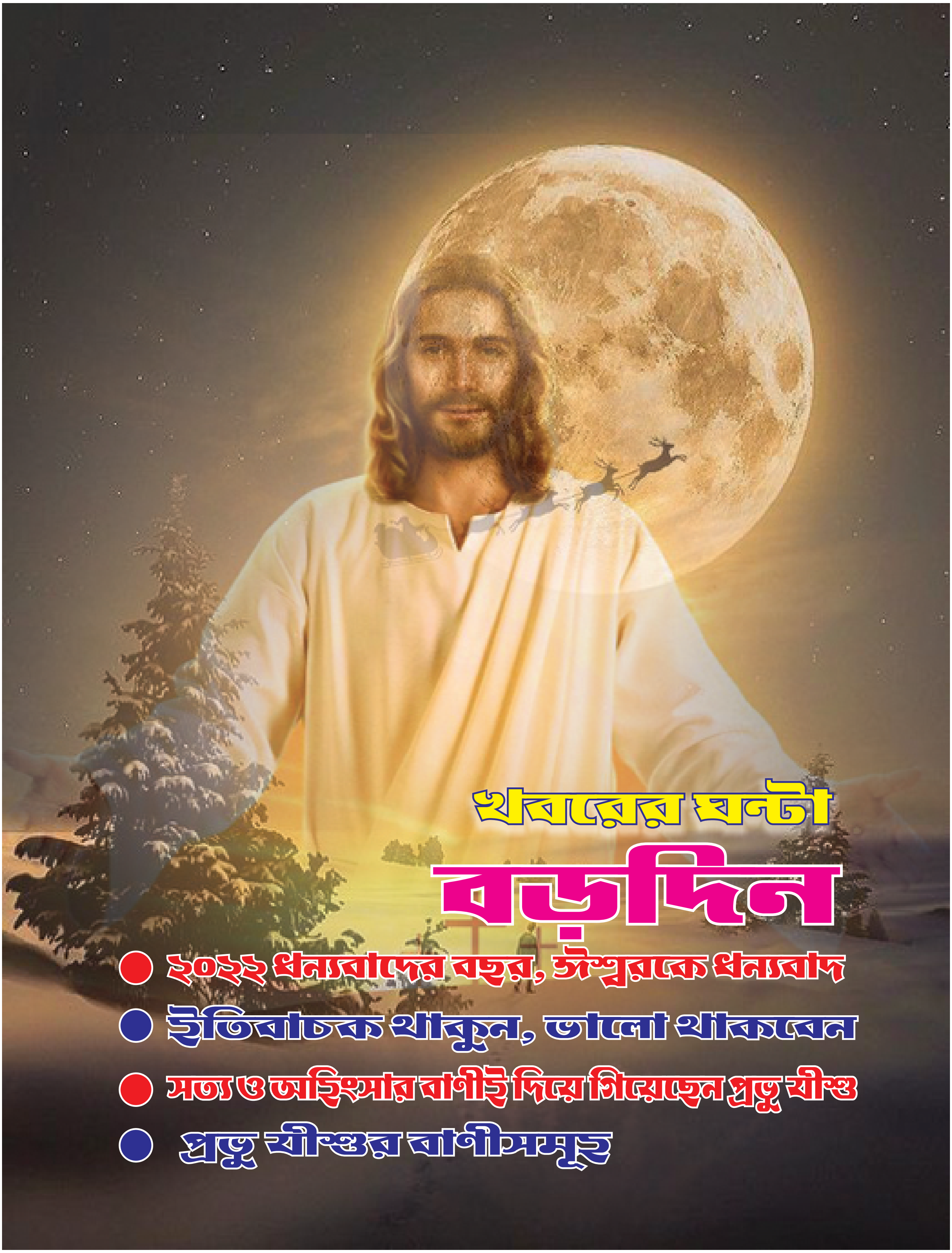
খবরের ঘন্টা
বড়দিন
২০২২ ধন্যবাদের বছর, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
ইতিবাচক থাকুন, ভালো থাকবেন
সত্য ও অহিংসার বাণীই দিয়ে গিয়েছেন প্রভু যীশু
প্রভু যীশুর বাণীসমূহ

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

Dr. Malay's
Hospital & Neurosciences Centre Pvt. Ltd.

- NEUROSURGERY
- NEUROLOGY
- NEURO PSYCHIATRY
- ORTHOPAEDIC SURGERY
- GENERAL SURGERY
- ORO DENTAL & MAXILLO FACIAL SURGERY
- ENT SURGERY
- PACEMAKER IMPLANTATION
- PLASTIC SURGERY
- GENERAL MEDICINE

Beside Fire Brigade, S. F. Road, Siliguri-5
Tel. : (0353) 2500129, (0353) 2500413
Fax : (0353) 2500404, M-94347-50902

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

Design
&interiors
+ 91 8927879365
+ 91 9733115434
designandinteriors.slg@gmail.com
RISHI AUROBINDO ROAD,
BY-LANE 1. HAKIMPARA,
SILIGURI, WEST BENGAL
734001
EDUCATIONAL INSTITUTIONS,
CORPORATE &
COMMERCIAL UNITS.
COFERENCE HALLS &
MOVIE THEATRES
BUNGLOWS AND
APARTMENTS
* SPACE PLANNIN
* LAYOUTING
* MODULAR K
* WARDROBES
* MODULAR KI
* FLOORING
* CIELING
RESIDENTIAL
MODULAR KITCHEN
CONFERENCE HALLS

Holy Palace Christian Hospital

HEALTHCARE WITH INTEGRITIY

MEDICAL DOCTORS

MEDICINE | SURGERY | GYNAE & OBSTETRICS | CRITICAL & INTENSIVE CARE SPECIALISTS | GENERAL PHYSICIAN | PAEDIATRICS | ORTHOPAEDICS

EMERGENCY

24 x 7 EMERGENCY SERVICE
CRITICAL CARE UNIT
A/C AMBULANCE

HEALTHCARE

SPECIALIST CONSULTANT
MAJOR SURGERIES
CHILD DELIVERY
ICU & HDU

DIAGONOSIS

PATHOLOGY TESTS
DIGITAL X-RAY
ECG
USG (Coming Soon)

ABOUT US!

- Established in 1996 with an aim to provide accessible quality healthcare service to all.
- Qualified dedicated healthcare staff to serve your needs and to look after you.
- Agape Cottages for hospice patients.
- Government Health Card accepted for cashless treatment.
- Insurance Empanelment with- SBI General Insurance Company Ltd. and Care Health Insurance Ltd.
- Affordable Cost.

01 **Out- Patient Deparment- Monday to Saturday.**

02 **Specialist Doctors for Consultation.**

03 **Doctors available 24X7**

+91 6294-764753 | +91 7431-009332

holypalacecc@gmail.com

www.holypalace.in.net
www.holypalacecc.com

বড়দিন থেকে নতুন বছরে মানবিক কাজ

নবকুমার বসাক

(পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইলিং পরিবার , শিলিগুড়ি)

সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সকলকে বড় দিনেরও শুভেচ্ছা। এই সময় খবরের ঘন্টার সব পাঠকদের কাছে কিছু কথা নিয়ে আমি উপস্থিত। আমাদের প্রথম কথাই হলো মানুষের সঙ্গে থাকা। গরিব অসহায় মানুষের পাশে থাকা। সারা বছর ধরেই আমাদের সামাজিক ও মানবিক কাজ চলতে থাকে। নতুন বছর ২০২৩ সালেও তা হবে।

এবারে বড় দিনের কথা বলি। বড় দিন মানে আলাদা আনন্দ। বড় দিন মানে অন্যরকম অনুভুতি। সেই বিশেষ দিনে আমরা আমাদের সংস্থার তরফে শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোড সহ অন্যত্র বিলি করবো কেক। বহু মানুষের হাতে আমরা উপহার হিসাবে কেক তুলে দেবো। তার সঙ্গে নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে সকলকে বলবো সবাই যেন ভালো থাকে। আসলে আমরা সমাজে একদল মানুষ সব সময় ভালোই থাকি। যাদের অর্থ আছে তাদের কাছে পৃথিবীটা একরকম।আর যাদের অর্থ নেই তাদের কাছে পৃথিবী আরেকরকম। যাদের অর্থ নেই, অর্থ নেই বলে যে শিশুদের মুখে হাসি নেই তাদের হাসি ফোটানোই আমরা মনে করি বড় কাজ। সেই কাজই আমরা করে চলেছি। কোথাও কেউ জন্মদিন বা বিবাহ বার্ষিকী পালন করলে আমাদের খবর দিতে পারেন। আমরা সেই সহ অসহায় শিশুদের সঙ্গে জন্মদিন পালন করবো। আবার কেউ পুরনো জামাকাপড় থাকলে আমাদের দিতে পারেন। আমরা সেই সব বিলি করে দেবো অসহায় গরিব মানুষদের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/৭৯০৮৮৪৬৫৮১

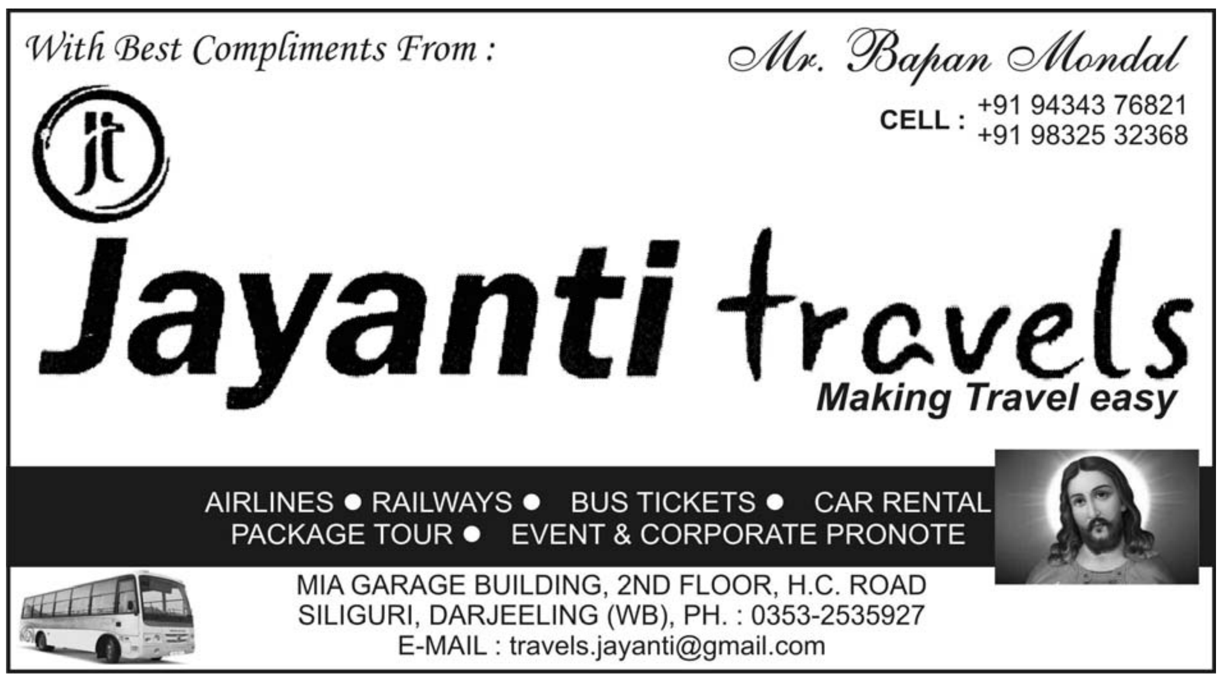

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-6
1st December-31st December 2022 **X-MAS**
ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৬ বড়দিন
পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
ডিসেম্বর ২০২২ বড়দিন

দাম ঃ ২০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া)
নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক)

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.........মুসাফীর.............০৪

প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ আরও বাড়বে....অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়....০৬

নকশালবাড়িতে হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল..............জন সামপং..০৮

ভাবাবেগ.......................................রিতু সূত্রধর.......................০৯

প্রভু যীশুর বাণীসমূহ যা আমাদের সবসময় উদ্দীপ্ত করে.............১১

সান্ত ক্লজ কে?...১৩

প্রভু যীশু স্মরণে সেবামূলক কাজ..............চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী.......১৬

পুতুল নাচের মাধ্যমে বড় দিনের বার্তা.............................কৌস্তভ দত্ত ও রোজলী দত্ত................১৯

পিছিয়ে পড়াদের জন্য ইংরেজী স্কুল...................স্টিফেন চার্লস...২০

পঞ্চাশ বছরে সেবা কেন্দ্র...................ফাদার ফিলিক্স পিন্টো.......২২

বড় দিন বড় খুশির দিন....................................সঙ্গীতা গুপ্তা....২৩

সত্য ও অহিংসার বাণীই দিয়ে গিয়েছেন প্রভু যীশু..সুভাষ স্যামুয়েল..২৩

শত্রুদের সঙ্গেও প্রেম করুন.......................স্বদীপ্ত স্যামুয়েল........২৪

এই সময় ভালোবাসা, মানবিকতার কথাই বেশি করে বলবো..................এলন জন বিশ্বাস.......................২৪

কেন এসেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট..................বিশপ ভিনসেন্ড আইগু...২৫

২০২২ ধন্যবাদের বছর, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ.................প্রিসকিল্লা ইলোরা টিগ্গা লাকড়া.......................২৫

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

বড় দিন...অর্পিতা দে সরকার........২৬
The essence of Christmas......Nity Naveenta Ekka.....28
ইতিবাচক ভাবনা রাখলে অনেক
রোগ কমে যায়...ডাঃ রবিকুমার.......২৯
ফাদার নরেশ বেক...৩১
ইতিবাচক থাকুন, ভালো থাকবেন ....মলয় চক্রবর্তী ৩২
প্রার্থনা শক্তি ....কবিতা বনিক ৩৩
নতুন বছর ভালো হোক ....মৃনাল পাল (মনা) ৩৫
বড় দিন এবং নতুন বছর ....দেবরাজ ঘোষ ৩৫
সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা ....রেভারেন্ড মনোজ সরকার.....৩৬
এম এম তরাই থেকে শুভেচ্ছা.....রেভারেন্ড জোসিন্টা কে ডি.....৩৬
নতুন বছর ভালো হোক ....নির্মল কুমার পাল...........৩৭
এবার পৌষ মেলা হচ্ছে ....জ্যোৎস্না আগরওয়ালা....৩৭
বড় দিন মানে ভ্রমণ...............................বাপন মণ্ডল.................৩৯
বড় দিন থেকে নতুন বছরে
মানবিক কাজ....................................নবকুমার বসাক................৪০

ঃঃ গান ঃঃ

আসলো আবার নতুন বছর..........................বিপ্লব সরকার.........১৫
ঘড়ির কাঁটা থামে না কখনো....................বিপ্লব সরকার.............১৫

ঃঃ কবিতা ঃঃ

Recalling the days.......Barsha Tirkey (Ranchi............22

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

কুকুরদের নানান শৃঙ্খলা শিখিয়ে চলেছেন কুনসাং.........................২৬
ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে সঙ্গীতা গুপ্তা ৩৮
শিলিগুড়িকে হেলথ সিটি হিসাবে গড়ে তুলতে
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট.......৩৪
নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের সংস্থা ৩৮
ব্যতিক্রমী কাজে রোজলী ৩৮

বড় দিন মানে ভ্রমন

বাপন মন্ডল
(জয়ন্তী মন্ডল , হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)

বড় দিন মানে ছুটি।একেবারে নতুন বছরে প্রবেশ পর্যন্ত টানা ছুটি। শীতের মরশুম। বছরে এক দুর্গাপুজোর সময় আর বড় দিনের এই সময় ভ্রমনের একটা পরিবেশ তৈরি হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম কিছু হচ্ছে না। তবে এখন অবশ্য সারা বছর ধরেই পর্যটকদের ঢল নামে। আগে শীতের সময় পাহাড়ে তেমন পর্যটকের ঢল দেখা যেতো না। এখন শীতে প্রচুর পর্যটক আসছেন দার্জিলিং পাহাড়ে। অনেকে এই সময় পাহাড়ে তুষারপাত বা বরফ দেখতে আসেন। তুষারপাতের ঝর্ন ধারার মতো পাহাড়ে সময় কাটানোর মজাই আলাদা। এবারেও পাহাড়ে প্রচুর বুকিং রয়েছে। দার্জিলিং থেকে সিকিমে সর্বত্র বুকিং আর বুকিং। বিগত দুই বছর অবশ্য ঘোরাঘুরি ধাক্কা খেয়েছিলো। কারণ করোনার দাপট সবকিছু থমকে গিয়েছিলো। সেই দাপট কাটিয়ে মানুষ আবার ছন্দে ফিরেছে। তার সঙ্গে ভ্রমনের হাওয়াও চলছে। শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের মিঞা গ্যারেজ বিল্ডিংয়ে রয়েছে আমাদের জয়ন্তী ট্রাভেলস। সেখানে আমাদের কর্মীরাও নাওয়াখাওয়ার দম পাচ্ছেন না। বুকিং বেশ ভালো। চারদিক থেকে কোয়ারি আসছে।

বছরের এই সময় মানে বড় দিন থেকে আবার পিকনিকের আমেজ শুরু হয়। একদিকে পিকনিক, অন্যদিকে ভ্রমন, হইচই। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনভাবে আবার ফ্রেশ হওয়া। নতুনভাবে নতুন উদ্দীপনায় কাজে নামা।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইলো, তার সঙ্গে বড়দিনের শুভেচ্ছাও রইলো। নতুন বছরেও ভ্রমনের ধারা অব্যাহত থাকুক।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY
Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'
আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।
আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।
যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society
SBI A/C : 39797661125
IFSC CODE, SBIN0014549
Google pay, phonepe no 7908846581

ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে সঙ্গীতা গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় রয়েছে সঙ্গীতা গুপ্তার অফিস। ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং নিয়ে তিনি দিনের পর দিন কাজ করে চলেছেন। শিলিগুড়িতে যখন আবাসন শিল্প সবে শুরু হয়েছে সেই সময় তাঁর কাজ শুরু। প্রথম প্রথম অনেকেই তাঁকে অবহেলা করতো। কেউ কেউ হেসে উড়িয়ে দিতো যে মহিলা হয়ে তিনি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের কাজ করবেন। কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন কাজ করে গিয়েছেন সঙ্গীতাদেবী। একসময় কাজের জন্য ভোরবেলা উঠে একা সিকিমে চলে গিয়েছেন মনিপাল ইউনিভার্সিটির কাজে। তাঁর কাজ দেখে অনেকেই হতবাক হয়ে যান। ধীরে ধীরে অনেকেই বুঝতে পারেন তাঁর প্রতিভার কদর। আজ চারদিকে তাঁর সুনাম। ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিংয়ের কাজে তিনি অনেক ভালো উদাহরন তৈরি করেছেন। শিলিগুড়ি ছাড়াও বাইরে থেকে অনেকে তাঁকে চাইছেন ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিংয়ের কাজের জন্য। খুব সুন্দর সুন্দর সৃজন প্রতিভা তিনি মেলে ধরছেন যা তারিফ করার মতো। বিশেষ করে একজন মহিলা হয়েও তাঁর এই কাজকে সত্যিই স্যালুট জানাতে হয়।

নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি চম্পাসারিতে রয়েছে এ ওয়ান ফোর্স সিক্যুরিটি প্রাইভেট লিমিটেড। তার ডিরেক্টর এলন জন বিশ্বাস। শিলিগুড়ি শহরে আবাসন শিল্প বাড়ছে। তার সঙ্গে শপিং মল থেকে স্বাস্থ্য শিল্প বাড়ছে। বাড়ছে অন্য অনেক শিল্পও। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাহিদা বাড়ছে নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের। শিলিগুড়ি চম্পাসারিস্থিত কালকুট অলিভ হাউস থেকে এলন জন বিশ্বাস পরিচালনা করছেন ও ওয়ান ফোর্স। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে এই সংস্থার সুনাম ছড়িয়েছে। এলন জন বিশ্বাস বলেন, অনেক বেকারের কর্মসংস্থান বাড়ছে এই সংস্থার মাধ্যমে। ভবিষ্যতে কিভাবে আরও কর্মসংস্থান বাড়তে পারে সেদিকেও তাঁর নজর রয়েছে। সিটি সেন্টারে রয়েছে তাদের বার্লিন সেন্টার।

ব্যতিক্রমী কাজে রোজলি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে বাড়িরোজলি দত্তের। তাঁর স্বামী কৌস্তভ দত্ত শিলিগুড়ি রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রির কর্ণধার। কৌস্তভ দত্ত একজন সমাজসেবী। স্বামীর হাত ধরে সমাজসেবার সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে নিয়েছেন রোজলি দত্তও। পিছিয়ে পড়া নিষিদ্ধ পল্লী এলাকার মেয়েদের হাতের কাজ শিখিয়ে চলেছেন রোজলি। নিষিদ্ধ পল্লীর যৌন কর্মীর ছেলেমেয়েদের নৃত্য, সঙ্গীত প্রতিভা যাতে বিকশিত হয় তার চেষ্টাও করে চলেছেন রোজলি যা এক নতুন নজির।রোজলির এই ব্যতিক্রমী কাজের তারিফ করছে বিভিন্ন মহল।

অমৃত—কথা

ঈশ্বরের পুত্র মর্ত্যে জন্মগ্রহন করলেন মানবপুত্র হয়ে। নশ্বর মানবজাতির দুঃখ নিজের বুকে গ্রহন করে এগিয়ে চললেন এক অন্তহীন অন্ধকার-নিদ্রাহীন পথে। অবিনশ্বর -নশ্বর মানব হয়ে নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করলেন। নতুন আলোর পথের দিশারী হয়ে।।

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী অবলম্বনে।

সম্পাদকীয়

বাইশ যাচ্ছে। তেইশ আসছে।

নতুনকে অবশ্যই স্বাগত জানাবো। নতুন ভালো বার্তা নিয়ে আসুক তা নিশ্চয়ই চাইবো। কিন্তু নতুন অনেক উদ্বেগও নিয়ে আসছে। তা হলো, বিশ্ব উষ্ণায়ন। সেই শীত নেই। গরম বাড়ছে। তার ফলে পৃথিবীর বরফ গলছে। পুরনো ভাইরাস কিন্তু জেগে উঠছে। তা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে সুখকর নয়। অনেক বিশেষজ্ঞ বলতে শুরু করছেন, নতুন বছরে করোনা সেভাবে না থাকলেও অন্য অনেক ভাইরাস আমাদের ভোগাতে পারে। কারণ আমাদের অজ্ঞতা। তাই সচেতনতা জরুরি। যখন বিপদ পড়ে তখন আমরা পড়িমরি করে সামাল দিতে ব্যস্ত হয়েপড়ি। এগুলো বেশি করে যাদের ভাবার কথা সেই রাষ্ট্রপ্রধানরা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন। তারা শুধু ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চান।

পৃথিবীর দূষন কমাতে কত সময় লাগতে পারে? সব রাষ্ট্র প্রধান এ নিয়ে উদ্যোগী কতটা? তারা এসবের থেকে বেশি মত্ত যুদ্ধ করে আরও বেশি করে পৃথিবীর দূষন বাড়িয়ে দিতে। তারা কিভাবে মানব জাতি ধ্বংস হবে সেই ভিত সব রচনা করে চলেছেন। অথচ মানুষের ভোট নিতে তাদের এক বিন্দুও লজ্জা হয় না। তাই রাষ্ট্র প্রধানরা সব করে দেবেন একথা না ভেবে আমাদের মানে সাধারণ মানুষদেরই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে নামতে হবে। সাধারণ মানুষদেরই সচেতন হতে হবে বিশ্ব জুড়ে সুন্দর পরিবেশের জন্য। নতুন বছরে সকলের মনে সেই ভাবনাই বেশি করে ছড়িয়ে পড়ুক।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এবং স্বভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো ।----মুসাফীর)

(গত নভেম্বর আশ্রয় সংখ্যার পর)

এরপর ঋষভের জীবনে দ্রুত পট পরিবর্তন হলো। নিজের গলা থেকে হারটি খুলে অপরুপাদেবী অনন্যার গলায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন এই হারটি চৌধুরী পরিবারের বংশানুক্রমিক গৃহলক্ষীর হার। হীরা-জহরৎ খচিত এই হারের ঔজ্জ্বল্য আরো বেশি বেড়ে গেল, প্রখর হলো তোমার গলার অভূষন হয়ে। হার্টের অসুবিধা বেড়ে গেল অপরুপাদেবী বুঝতে পারলেন তাঁর সময় প্রায় শেষ সীমায়। ওনার একান্ত ইচ্ছায় ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঋষভ ও অনন্যার বিবাহ সম্পন্ন হলো।

হসপিটালের বেডে শুয়ে থাকা প্রায় অচেতন অপরুপা চোখ মেলে তাকালেন। আজ কয়েকদিন ধরে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় ঋষি ও অনন্যা ওনার পাশে রয়েছে। ঋষিকে মৃদু স্বরে বললেন একটু জল দে, জল খাওয়ার পর কাছে টেনে নিয়ে খুব আদর করলেন। পায়ের কাছে বসে থাকা অনন্যাকে বললেন, রাই! এবার আমায় বিদায় দাও , কাছে এসো। আমাকে তোমার চরন স্পর্শ করতে দাও। উপস্থিত ডাক্তার, নার্স, ঋষির মামারা এমনকি ঋষি নিজেও হতবাক। মা এটা কি সম্বোধন করলো। অনন্যা একচুলও নড়লো না-- স্থির দৃষ্টিতে অপরুপাদেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল আর তখনই ঘটলো এক অবিশ্বাস্য ঘটনা যা একমাত্র ঋষিই দেখতে পেল। অনন্যার শরীর হতে অবিকল আরেকটি আলোময় দেহ বেরিয়ে অপরুপাদেবীর শিয়রে এসে দাঁড়াল । কপালে হাত রাখলো, বুকের মধ্যিখানে হাতটি এসে স্থির হয়ে গেল। অপরুপাদেবীর হাত সেই দেহটির চরন স্পর্শ করলো।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

নতুন বছর ভালো হোক

নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক , হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি ও হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)

সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সকলকে শুভেচ্ছা বড়দিনেরও। দুর্গাপুজো, কালী পুজো পার হওয়ার পর বছরের এই সময়টা অন্যরকম। একদিকে মহান ঈশ্বর পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন এই সময়। আবার এর সঙ্গেই আসে নতুন বছর। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। বড় দিনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষরা উৎসবে মেতে ওঠেন। এখন অবশ্য এই উৎসব আর খ্রিস্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দু সহ অন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় এই উৎসবে সামিল হন। প্রভু যীশুর দর্শন , তাঁর ক্ষমার দর্শন আমাদের জীবনে নতুন আলোর পথ দেখায়। আজ পৃথিবীতে যখন হানাহানি বাড়ছে তখন প্রভু যীশুর দর্শন আমাদের নতুন ভাবে উদ্দীপ্ত করে।

নতুন বছরের সঙ্গে নতুন বছর আসে আমাদের কাছে। আমরা চাইবো নতুন বছরটা যেন সকলের জীবনে শুভ হয়। কিন্তু আজ ঘরে ঘরে যেভাবে রোগব্যাধি বাড়ছে তা চিন্তারই বইকি। আর রোগব্যাধি বাড়ার কারনও আছে। আমাদের জীবনধারনের দিক বদলে যাচ্ছে। আমাদের খাদ্যাভাসও বদলে যাচ্ছে।পুরনো দিনের মতো হাঁটাহাঁটি কমে গিয়েছে , বসে বসে কাজ করার প্রবনতা বেড়ে গিয়েছে। ফলে ডায়াবেটিস, রক্ত চাপ বাড়ছে। খাদ্যেও ভেজাল দেওয়ার প্রবনতা বাড়ছে। পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ছে।তার জেরেও রোগ বেড়ে চলেছে। এরমধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়নও চিন্তার কারন। তাই এক করোনাকে বিদায় জানালেও নতুন নতুন রোগকে আমরা আহ্বান করছি। নতুন বছরে এসব নিয়ে আমাদের ভাবনা জরুরি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

এবার পৌষ মেলা হচ্ছে

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা নতুন বছরেরও। এবারে ২৩ ডিসেম্বর আমাদের পৌষ মেলা শুরু হচ্ছে। তা চলবে জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত। বিগত দুবছর করোনার জন্য পৌষ মেলা হয়নি। ফলে অনেকের মন খারাপ ছিলো। কেননা পৌষ মেলা অনেকের মন জয় করে নিয়েছে বিগত কয়েকবছর ধরে। কারণ মেলার মাধ্যমে নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ হয়। অনেক নতুন নতুন প্রতিভা এখান থেকে উঠে আসে। মেলার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ রক্ষারও বার্তা দিই। ধ্বংস হতে থাকা মহানন্দা নদী রক্ষার জন্যও এইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মেলা থেকে যে অর্থ বাঁচে তা দিয়ে আমরা সামাজিক ও মানবিক কাজ করে থাকি। মেলা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আমরা দুঃস্থ ও মেধাবীদের সাহায্য করে থাকি। এককথায় উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা এখানকার নগরজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মেলা হয়ে উঠেছে। মেলায় অনেক খাবারের স্টল বসে। শিশুদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকে। মেলায় বসে পিঠেপুলির স্টলও। শিলিগুড়ি সূর্যসেন পার্কের পাশে বসে এই মেলা। এবারেওমেলা সফল করতে আমরা সকলের সহযোগিতা চাই। মেলার সঙ্গেই চলে আসে নতুন বছর। সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুক। এই থাকলো প্রার্থনা।

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা

রেভারেন্ড মনোজ সরকার

(গসপেল চার্চ, ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইলো। এবারও আমাদের ঘোঘোমালি গসপেল চার্চে বড় দিনের অনুষ্ঠান হবে। বড় দিন উপলক্ষে সবাই একত্রিত হয়ে আমরা প্রভু যীশুর গান করবো। তার সঙ্গে নৃত্য সহ অন্য অনুষ্ঠান হবে। কিছু অসহায় গরিব মানুষকেও আমরাসহায়তা করবো। প্রভু যীশু পৃথিবীতে শান্তিতে চেয়েছিলেন। প্রভু যীশু চেয়েছিলেন গরিব সাধারণ মানুষ যেন ভালো থাকে। আমরা সবাই কিভাবে ভালো থাকবো তার জন্য প্রভু যীশু আমাদের হয়ে ত্যাগ স্বীকার করেন। আজ যখন পৃথিবীতে নানা অশান্তি বাড়ছে, আজ যখন পৃথিবীতে অন্যায় অত্যাচার বাড়ছে তখন আমাদের বারবার প্রভু যীশুর দর্শন স্মরন করতে হবে। ঈশ্বর পুত্র প্রভু যীশুর দেখানো আলোর পথ আমাদের কাছে অন্ধকারে এক নতুন দিশা হতে পারে। বড় দিনে আমরা প্রভু যীশুর বিভিন্ন দর্শন বাইবেল থেকে স্মরন করবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

এম এম তরাই থেকে শুভেচ্ছা

রেভারেন্ড জোসিন্টা কে ডি

শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরা লাগোয়া এম এম তরাই থেকে আমি জোসিন্টা কে ডি বলছি। এবারেও আমাদের বেথেল চার্চে বড় দিনের অনুষ্ঠান হবে। বড় দিন উপলক্ষ্যে সঙ্গীত, নৃত্য সবই হবে। চার্চের সঙ্গেই আমাদের বেথেল ইংলিশ স্কুল রয়েছে। আমরা এখানে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে স্কুল পরিচালনা করি। আমাদের বড় দিনের মূল অনুষ্ঠান হয় আমাদের চার্চে। প্রভু যীশুর দর্শন নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি আমরা অনেক মানবিক কাজও করি। কোথাও কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা পাশে থাকি। কোনো দুঃস্থ ও মেধাবী ছেলেমেয়ে পড়াশোনা ঠিক করতে না পারলে আমরা পাশে আছি সাধ্যমতো। সারা বছর ধরেই আমাদের সামাজিক কাজ চলতে থাকে। শিলিগুড়ি মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকা এটি। এই এলাকা থেকেই আমরা শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস নিই। সবাইকে শুভেচ্ছা। নতুন বছরও ভালো হোক এটাই চাই।

ঋষি দেখে এতো সেই তাদের ঠাকুর মন্দিরের রাধা যার রুপের ছটায় সে প্রায় নিজেকে হারাতে বসেছিল। চিন্তিত হয় অ্যানির মধ্যে ফিরবে তো। আলোময় দেহ ঋষির দিকে তাকায় এবং মুচকি হেসে অনন্যার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। অপরুপাদেবী অনন্ত ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী ঋষভ অনন্যাকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যায়। মাতাজী কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে বলেন এবং ওনার নির্দেশে আত্মবিকাশ ট্রাস্টের দায়িত্ব গ্রহন করে। অনন্যা একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, এর ঠিক একবছরের শেষে আশ্রমে বজ্রপাত হলো--মাতাজী দেহ রাখলেন কোন পূর্ব্ব লক্ষন ছাড়াই। ব্যতিক্রম--দাদাজী মনে হলো ওনার সাথে পরামর্শ করেই মাতাজী দেহ রেখেছেন পূর্ণ সুস্থ শরীরে। মাতাজীর অবর্তমানে আশ্রমের মূল দায়িত্ব দাদাজীর ওপর ন্যস্ত হলো। খুব সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আশ্রম চলা শুরু করলো। কারন সমস্ত আশ্রমিকদের উনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে আশ্রমের টিঁকে থাকাটা আশ্রমিকদের আচরনের ওপর নির্ভরশীল। ঋষভ ও অনন্যার কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে ছেলে অতীন্দ্রের দেখাশোনার সমস্যা দেখা দিলো ঠিক সময়ে রেবতী এসে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করলো। ইদানীং দাদাজী সম্পূর্ণ নির্বিকার নির্লিপ্ত অথচ সমস্ত কাজের মধ্যেই রয়েছেন । একদিন অ্যানিকে ডেকে পাঠালেন রুদ্ধ কক্ষে দুজনের মধ্যে কি কথা হলো কেউ জানতে পারলো না এমনকি ঋষীও নয়। পরের দিন ঠিক গোধূলী লগ্নে উনি পৃথিবী হতে বিদায় নিলেন। অনন্যাও ঋষভের বিয়ের বারো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এক গভীর রাত্রে অনন্যা ঋষিকে ঘুম থেকে জাগালো। কি হলো রাই। ইদানীং ঋষি অনন্যাকে একান্তে রাই বলে ডাকে। সময় এসে গেছে আমাকে এবার ফিরে যেতে হবে। হৃদয় নিংড়ানো কথা শুনে অনেক কষ্টে নিজেকে ঋষভ সংযত করে। আমার পক্ষে তোমাকে বিদায় দেওয়া সম্ভব নয়। বৃহৎ তত্ব আমি বুঝি না। বুঝতে চাইও না। ঋষি তার রাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। পরের দিন ভোর বেলায় রেবতীকে ডেকে সব বলে--শুনে সে স্তম্ভিত , বাকরহিত। অতীন্দ্রতো তোমারই সন্তান, ঋষিকে যেভাবে আগলে রেখেছ এবং নিজের সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসো কোন কিছুর বিনিময় আশা না করে তা খুবই বিরল। এ ভালবাসা একমাত্র নিজের ঈষ্টেই দেওয়া যায়। অস্ফুট স্বরে রেবতী বলে-- উনিতো আমার ঈষ্টই। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে রাই স্বধামে চলে গেল--ঋষির আর্ত অনুরোধে কথা দিয়ে গেল ঠিক সময়ে সে এসে ঋষিকে নিয়ে যাবে। দুবছর হলো রেবতী নিজের সর্বস্ব দিয়ে আগলে রেখেছে তবুও প্রতিদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে রেবতী উষ্ণ স্পর্শ ছেড়ে বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে , মনে হয় অপেক্ষায় রয়েছে। এমনই এক প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির রাত্রে সে বাইরে এসে দাঁড়ায় সেদিন রেবতী আড়ালে দাঁড়িয়ে ঋষিকে লক্ষ্য রাখে। হঠাৎ করে প্রচন্ড শব্দে বজ্রপাত হয়, চতুর্দিকে চোখ ধাঁধানো আলোতে ভরে যায়। রেবতী অবাক বিস্ময়ে দেখে একটি আলোর গোলা সহসা ঋষির ওপর নেমে আসে এবং এক মানবীর রুপ ধারন করে। ঋষভের প্রসারিত দুটি হাত ধরে এবং তাকে নিয়ে প্রস্থান করে। ঋষির প্রানহীন দেহ পড়ে থাকে --ঝড় থেমে গেছে। রেবতী ছুটে এসে ঋষির নিস্প্রান দেহকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে ওঠে মনে হয় সেও শেষ হয়ে গেছে। ডুকরে কাঁদতে গিয়েও পারে না। পেছনে অতীন্দ্র এসে দাঁড়ায় ডাকে মা ঘরে চলো আমার বড় ভয় করছে। সময় কখনো থেমে থাকে না --তাই জীবনও সময়ের সাথে চলমান।।

এই চলমান জীবনের রহস্যের খোঁজে মুসাফীরের জীবনও চাই চলায়মান। *(সমাপ্ত)*

With Best Compliments From :

Biplab Sarkar

Ph. : 9832370563

NEW FRIENDS WATCH CO.

(SONATA, TITAN, ROMEX & SONA etc.)

Below Laptop Bazar, Panitanki More
Ghori More, Sevoke Road, Siliguri-1

প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ আরও বাড়বে

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়

(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি)

প্রথমেই সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছর ২০২৩ সালের আগাম শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় প্রতিমাসে। বেশ ভালো লাগে। এরসঙ্গে খবরের ঘন্টার সোস্যাল মিডিয়াও রয়েছে। সেখানে নিয়মিত ইতিবাচক আনন্দমূলক খবর আমরা নিয়মিত পেয়ে থাকি। তা সত্যি ভালো লাগে। খবরের ঘন্টার এই প্রয়াস অব্যাহত থাকুক।

আগামী বছর সকলের ভালো কাটুক। বিগত দুবছর আমরা বেশ কষ্টের মধ্যে পার করেছি। করোনা মহামারী আমাদের সকলকে বেশ বেকায়দায় ফেলে। সেই করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে আমরা ২০২২ সালে প্রবেশ করি। কিন্তু ২০২২ সালে ডেঙ্গু আমাদের বেশ ভুগিয়েছে। নতুন বছর ২০২৩ সালে আমরা যাতে ডেঙ্গু মুক্ত থাকতে পারি তারজন্য প্রার্থনা রইলো। ডেঙ্গু ২০২২ সালে আমাদের কষ্টে ফেললেও একটু ভালো আছি। কারণ আমাদের করোনার সময় স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাটে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার থেকে এখন একটু ভালো আছি। সব অনলাইনে হচ্ছিল।

আনন্দধারার পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন কাজ করছি। প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামে আমরা যাচ্ছি। সাতটি গ্রামকে একপ্রকার দত্তক নিয়েছি। শিশুদের শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের ভাবনা। আমি একজন সঙ্গীত শিল্পী। তাই শিশুদের মধ্যে সঙ্গীত চর্চা প্রসারের চেষ্টা করছি। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লক ও তার আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে আমি যাচ্ছি। তাদের আমরা গান শেখাচ্ছি। শিশুদের মধ্যে আমরা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করছি। শিশুদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার হলে আমরা সবাই

Seva Kendra

Pradhan Nagar, Siliguri, W. Bengal

'Service with joy'

Golden Jubilee

Wish you all a Merry Christmas and a prosperous Happy New Year 2023

For Social and Religious Programs, Meetings, Conferences, Ac/Non-Ac Rooms and Hall. Please contact Seva Kendra, Pradhan Nagar, Siliguri

Golden Jubilee 1972-2022

নতুন বছর ভালো হোক

মৃনাল পাল (মনা)

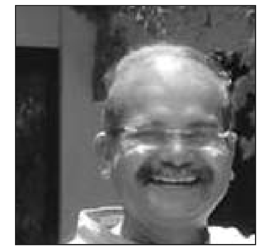

নতুন বছর ২০১৩ সাল সকলের জীবনে ভালো হোক। সকলকে নতুন বছর এবং বড় দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বিগত দুটো বছর আমাদের সকলের খুব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সময় কেটেছে। কারণ করোনা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। সব উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটেছে। এবারে একটু স্বস্তি। কিন্তু তবুও বলবো আমাদের সচেতন থাকতে হবে রোগব্যাধি সম্পর্কে। করোনার সময় আমরা মাস্কের ব্যবহার শিখেছি। স্যানিটাইজারের ব্যবহার শিখেছি। এখন করোনা কমে গেলেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্য বিধি। আমি আপনি সবাই ভালো থাকলে সমাজ সংসার ভালো থাকবে। সকলকে আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

(লেখক শিলিগুড়ি দুই মাইল শিল্প তালুকের সচিত্র গ্রুফ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার)

বড় দিন এবং নতুন বছর

দেবরাজ ঘোষ

(শিক্ষক, কগনিশন হাব, লেকটাউন শিলিগুড়ি)

সকলকে বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বড় দিনের পরপরই আসে নতুন বছর। একটা আনন্দ উৎসব ঘিরে থাকে এই নতুন বছর এবং বড় দিনকেঘিরে। বড় দিন উপলক্ষ্যে স্কুলে বিশেষ ছুটি শুরু হয়। অনেকে ভ্রমনে বের হন। তার সঙ্গে নতুন বছর ঘিরে অনেক ভ্রমন পরিকল্পনা হয়। সবই ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না পরিবেশের সম্পর্কে। নতুন বছর শুরু হচ্ছে বটে। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছেন সেরকম শীত কেন নেই? বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রভাব ফেলছে পরিবেশের ওপর। তার প্রভাব কিন্তু আসছে আমাদের জীবনে। বাড়তে চলছে নানা রোগব্যাধি। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে বলেছেন বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে বরফ গলছে। আর তার ফলে অনেক ভাইরাস নতুন করে জেগে উঠছে। এর প্রভাব হলো অনেকরোগ বেড়ে যাওয়া। তাই আমাদের কিন্তু সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। যে পরিবেশকে আমরা ধ্বংস করে চলেছি সেই পরিবেশ কিন্তু আমাদের প্রতি পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করবে। তাই নতুন বছর নিয়ে শুধু মাতামাতি করে লাভ নেই। আমাদের নতুন বছরে সাবধানতার সতর্কতা জরুরি।

শিলিগুড়িকে হেলথ সিটি হিসাবে গড়ে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়িকে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গোটা দেশে ব্যতিক্রমী হেলথ সিটি হিসাবে গড়ে তোলার এক প্রয়াস শুরু হয়েছে। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বৃহস্পতিবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে শিলিগুড়ি মাল্লাগুড়িতে ইন্ডিয়া হেলথ কেয়ার সামিট অনুষ্ঠিত হয়। পলিসি টাইমস চেম্বার অফ কমার্স এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাতে সামিল হয়েছে তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউটও। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে দিনের পর দিন দক্ষতার সঙ্গে তরাই বি এড কলেজ পরিচালনার জন্য এক উল্লেখযোগ্য নাম হিসাবে বিভিন্ন মহলে চিহ্নিত হয়েছেন শিক্ষক পুস্পজিৎ সরকার। সেই পুস্পজিৎবাবু বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য এবার তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে ইন্ডিয়া হেলথ কেয়ার সামিট আয়োজনের সময় তাতে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠান সফল করতে পুস্পজিৎবাবুদের তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট এখন জি এন এম এবং বি এস সি নার্সিংয়ে ভর্তি চলছে। পুস্পজিৎবাবু বলেন, তিনি চান স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাট নজির তৈরি করুক শিলিগুড়ি। সেই দিকে তাকিয়ে তাঁরা তরাই নার্সিং ইনস্টিটিউট খুলেছেন। তাদের প্যারা মেডিক্যাল কোর্সও চলছে। নকশালবাড়ির হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হসপিটাল তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন বছরে তাদের আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে পুস্পজিৎবাবুদের। সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পুস্পজিৎবাবু। খেলাধূলাতেও নতুন প্রতিভা বিকাশে উৎসাহ দিচ্ছেন পুস্পজিৎবাবুরা। তরাই স্পোর্টিস একাডেমির মাধ্যমে চলছে সেই প্রয়াস। তার বাইরে মানবিক ও সামাজিক কাজও চলছে তাঁদের।

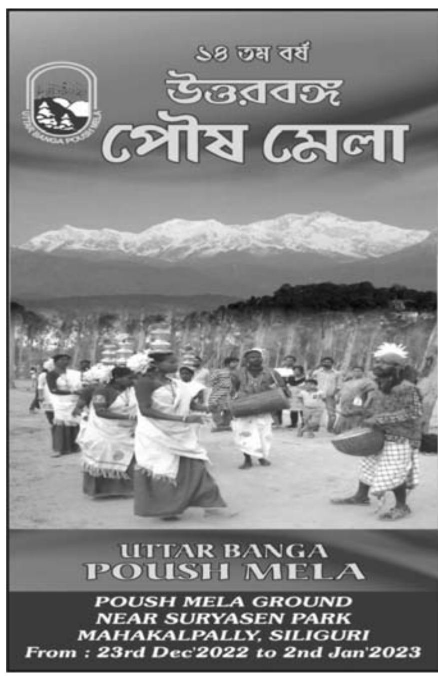

UTTAR BANGA POUSH MELA
POUSH MELA GROUND
Near Suryasen Park, MAHAKAL PALLY
SILIGURI

From : 23rd Dec.2022 to 2nd.Jan2023

FOR ANY ENQUIRY AND FURTHER DETAILS

CONTACT:
Ms. Jyotsna Agarwal
General Secretary
Uttarbanga Poush Mela Trust
Ganesh Ram Compound
Hill Cart Road,Siliguri
Phone :94343-28894

ভালো থাকবো।

আগামী বছর বক্সার জঙ্গলে যারা থাকে তাদের জন্য আমরা কিছু উদ্যোগ গ্রহন করছি। বড়দিন মানে প্রভু যীশু। মা মরিয়ম মেরির পবিত্র আত্মা থেকে তাঁর জন্ম। তিনি এতটাই পবিত্র যে প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য ক্রুশে যান। নিজের কষ্ট ভুলে প্রভু যীশু সকলের মঙ্গল চান। এই পবিত্র দীনকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন স্থানে চকোলেট , কেক বিলি করবো। যেসব স্থানে কেক, চকোলেট পৌছয় না সেখানে আমরা তা পৌঁছে দেবো। সুন্দরবন এলাকাতেও আমরা যাচ্ছি।

পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। মোবাইল কিভাবে শিশুদের খারাপ করছে তা নিয়ে ভাবতে হবে। শিশুরা মোবাইলের জেরে বিপথে চলে যাচ্ছে। শিশুদের যদি আমরা ছোট থেকে মনিষীদের দেখানো পথ দেখাতে পারি তখন তা আমাদের সভ্যতার পক্ষেই ভালো হবে। গ্রাম এলাকাতে এখনও মোবাইল সেভাবে প্রবেশ করেনি। গ্রামের শিশুদের বাইরে পাচার করবার চক্র সবসময় সক্রিয়। সেদিকেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমি আমার ব্যবসা থেকে কিছু টাকা সারা বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখি সেই টাকা জমিয়ে এই ধরনের সামাজিক ও মানবিক কাজগুলো করি। নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুক, সুখে থাকুক এটাই থাকলো প্রার্থনা।

Happy Christmass to all

SPRING DALE ACADEMY

Admission is going on
Session 2023-2024
From Nursery to class VI

Darjeeling More , Gas Godown ,SILIGURI
CONTACT NO. 8167450445
E MAIL : stephencharles903@gmail.com

Required : We need a committed Experience Female Teachers for Nursery & LKG--URGENTLY

নকশালবাড়িতে হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল

জনি সামপং

(চেয়ারম্যান, হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান সেন্টার ফর হেলথ এন্ড এডুকেশন, লালপুল, নকশালবাড়ি)

সকলকে বড়দিন ও নতুন ইংরেজি বছর ২০২৩ সালের শুভেচ্ছা। সকলকে জয় যীশু ও মেরি ক্রিসমাস। লাভ, জয়, পীস শেয়ার করার একটি সময়। সবার জীবনে শান্তি ও আনন্দ হোক এটাই চাই।

বড় দিনে আমাদের হোলি প্যালেস ক্রিশ্চিয়ান সেন্টারে নানা অনুষ্টান হচ্ছে। এই সময় আমাদের এখানে নতুন কিছু কর্মসূচিও হচ্ছে। যেমন নিওনেটাল আই সি ইউ এখানে শুরু হচ্ছে। তার সঙ্গে দশ বেডের মেটারনিটি ওয়ার্ড শুরু হচ্ছে। এখন আমাদের হাসপাতালে ১০১টি বেড হয়ে গিয়েছে। তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউটের প্যারেন্ট হাসপাতাল হিসাবেও আমরা কাজ করছি। বি এস সি নার্সিং, জি এন এম নার্সিং কোর্স হচ্ছে। তরাই বি এড কলেজে নার্সিং ইন্সটিটিউটের কাজ হচ্ছে। সেই ইন্সটিটিউটের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো আমাদের নকশালবাড়ি হাসপাতালে হবে।

অনেকভালো ডাক্তার আমাদের এখানে আসছেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে পুরোদমে এই হাসপাতাল আরও চাঙ্গা হয়ে যাবে। হাসপাতালটিকে আরও আধুনিক করার কাজ চলছে। এই গ্রামের মানুষ কেউ অসুস্থ হলে যাতে বাইরে যেতে না হয় তার প্রয়াসও চলছে। বিভিন্ন স্থানে আমরা স্বাস্থ্য শিবির করে থাকি। নতুন বছরেও সেইসব শিবির হবে। শিবির থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আমরা ওষুধও বিলি করি। আমাদের হাসপাতালে অনেক কম খরচে চিকিৎসা হয়। স্থানীয় গ্রামীন অঞ্চলের উন্নয়নেও কাজ করছে এই হাসপাতাল। গ্রামের মানুষ পঞ্চাশ শতাংশ কম খরচায় এখানে চিকিৎসা করাতে পারেন। সবাই ভালো থাকুক, এটা আমরা চাই।

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Berger
Paint your imagination
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

প্রার্থনা শক্তি

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রার্থনা এক শক্তি। সমস্ত ধর্মেই প্রার্থনাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একার প্রার্থনাও কার্যকরী হয়। সমবেত প্রার্থনায় ফল বেশি। কারণ অনেক মানুষ একসাথে, একমনে, এক চিন্তায় যখন ভগবানের স্মরন করে তার যে তরঙ্গ ওঠে তা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। তাই সমবেত প্রার্থনা যখন সবাই এক মন প্রান দিয়ে করা হয় তখন এত জনের একভাবনার ফল ঈশ্বরের কাছে পৌছবে তখন সে প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

প্রার্থনা করতে হবে সমস্ত অহংকার চুর্ণ করে। নত হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। অন্তরের ব্যাকুলতাই প্রার্থনায় শক্তি যোগায়। সচেতন হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। অর্থাৎ বুদ্ধি যাতে আমাদের শুদ্ধ থাকে। সেই দিক বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মহামায়ার মায়ায় আমরা মাঝে মাঝে বিহ্বল হয়ে পড়ি। কখনও কখনও না চাইলেও কাউকে কটু কথা বলে ফেলি। আবার জেদের বশে নিজের খেই হারিয়ে ফেলি । আমাদের এইসব বদগুনগুলিও প্রার্থনার দ্বারাই শান্ত করা সম্ভব।

আমাদের মানব শরীরে যে ষড়রিপুর প্রাবল্য দেখা যায় যেমন রাগ, হিংসা , দ্বেষ, কাম, অহঙ্কার, লোভ এগুলো আমাদের বাইরের আবরন। আর যে পাঁচটি ভাবের কথা আমরা জানি--শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এগুলি মানুষের স্বভাব। কিন্তু আমাদের বাইরের আবরনটা বড় শক্ত। ওটাকে সাধারণ মানুষ ভাঙতে পারে না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এক অভিনব আবিস্কার হল উচ্চৈস্বরে নাম সংকীর্তন। দেখা গেল এই উচ্চৈস্বরে নাম সংকীর্তনের ফলে রাজা, বাদশা, ব্রাহ্মন, শূদ্র সকলের মধ্যে নম্র ভাব লক্ষ্য করা গেল। পৃথিবীতে সব মানুষ সমান নয়। সবার গুন সমান নয়। তাই প্রার্থনা বা পুজোর ভাবও এক এক জনের এক একরকম হয়। কিন্তু সবপথই সেই এক লক্ষ্যেই পৌছবে। কারো মধ্যে শান্ত ভাব, কারো মধ্যে দাস্য ভাব কিংবা বাৎসল্য ভাবের বিকাশ ঘটছে।

ভগবান সর্বজ্ঞ। তিনি সব বোঝেন, জানেন। ভগবানের কাছে মৌন হয়ে বসে থাকাও শক্তিশালী প্রার্থনা। নিজের নিজের পথে সঠিকভাবে চলে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টায় ব্রতী হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। এর ফলে সদগুনসম্পন্ন মনুষ্যত্ব অর্জন করা সহজ হয়। ঋষি যুগে মানুষ মানুষে বিরোধ ছিল না। কারণ তারা ছোটবেলা থেকেই ব্রহ্মচর্যপালন করত। সুপ্রজনন বিদ্যা শিখেই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত্যে। ফলে প্রত্যেক মানুষ ছিল দৈবী গুণ সম্পন্ন।

এখন মানুষের শক্তি কম, তাই প্রার্থনা শক্তি দিয়েই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। এরজন্যে চাই বাধ্যতা অর্থাৎ দেহে, মনে, প্রানে সম্পূর্ন বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের কথা মনে চলতে হবে। সব ধর্ম একই কথা বলে,'সেবা'। নম্র হয়ে সেবা করা উচিত। এতে চিত্ত শুদ্ধি হয়। প্রার্থনার দ্বারা নম্রতা অর্জন করতে হয়। ভগবানের প্রতি অটুট বিশ্বাস হলে প্রার্থনাও সফল হয়।

প্রার্থনা করে বেহুলা, সাবিত্রী তাদের স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন। বাবর তার ছেলে হুমায়ুনের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। ভগবান যীশুর জীবনেও প্রার্থনা ছিল প্রধান শক্তি। তিনি চল্লিশ দিন অনাহারে থেকে কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে মানুষের মঙ্গল প্রার্থনা করেছিলেন।

নত হয়ে প্রার্থনার ফল পাওয়া যায়। আমরা সহজেই ঈশ্বরকে দোষী সাব্যস্ত করি। আমাদের কর্মফলের কথা ভাবি না। অথচ সাধারণ মানুষ হয়েও মীরাবাঈ, অন্ধ গায়ক সুরদাস, হত দরিদ্র সুদামা এনারা কখনও ভগবানকে দোষারাপ করেননি। ফলস্বরুপ দেখা গেল ধৈর্য্য ও নম্রতাই সাফল্যের চাবিকাঠি।

ইতিবাচক থাকুন, ভালো থাকবেন

ডাঃ মলয় চক্রবর্তী

সকলকে নতুন ইংরেজি বছর ২০২৩ সালের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এটা প্রার্থনা রইলো শুরুতেই। তারসঙ্গে কয়েকটি কথা বলছি। প্রথম কথা হলো, পরনিন্দা পরচর্চা পরশ্রীকাতরতা আমাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কথা ছিলো, ‘সত্যরে মানিয়া লও সহজে।’ আমার যতই দুঃখ , বেদনা আসুক, আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে আমি সবসময় মনকে শক্ত রাখবো। আমি কখনো নার্ভাস হবো না। আমি কক্ষনো কারও ক্ষতি করবো না। আমি কক্ষনো এমন কাজ করবো না যাতে রাতে ঘুমনোর সময় মনে হয় কেন আমি তা করলাম। ‘‘ আমারে তুমি করিবে ত্রাণ / এ নহে মোর প্রার্থনা,/ তরিতে পারি শকতি যেন রয়। /আমার ভার লাঘব করি/নাই বা দিলে সান্ত্বনা,/বহিতে পারি এমনি যেন হয়। /নম্রশিরে সুখের দিনে/তোমারি মুখ লইব চিনে,/দুখের রাতে নিখিল ধরা /যেদিন করে বঞ্চনা/ তোমারে যেন না করি সংশয়।’’

পরনিন্দা, হিংসা এসবের জন্য শরীরের মধ্যে খারাপ প্রভাব তৈরি হয়। মাথার মধ্যে যে কেমিক্যাল নিঃসরন হয় তার ফলে ক্ষতি হয়। শরীরে হাইপোথ্যালামস থেকে এসব নিঃসরন হয়। এগুলো শরীরের মধ্যে যে স্থান দিয়ে রক্ত চলাচল করে তার দেওয়ালগুলোকে ক্ষত করে। ঘুম থেকে উঠে তাই বলুন , আমি সকলকে ভালোবাসি। সামনে দিয়ে একটি যদি সাপও যায় আমি তাকে মারবো না। একটু দূরে সরে যাবো। যতই সমস্যা আসুক মনে রাখতে হবে, ‘‘ ব্যাঘাত আসুক নব নব,/আঘাত খেয়ে অটল রব,/বক্ষে আমার দুঃখে তব/ বাজবে জয়ডঙ্ক। ’’ মানুষ কখন নার্ভাস হয় ? নার্ভাস হয় যখন বিপদে পড়ে। কিন্তু বিপদে পড়লে কি করতে হবে? ‘‘ বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা--/বিপদে আমি না যেন করি ভয়। /দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,/ দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।/ সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,/ সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা/নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়। ’’রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ইতিহাস যদি আমরা যদি পর্যালোচনা করি দেখবো যে শুধু দুঃখ তাঁর জীবনে। তাঁর বড় মেয়ে, মেজো মেয়ে, ছোট মেয়ে, ছেলে নিয়ে অনেক কষ্ট। দাম্পত্য জীবনেও তাঁর দুঃখ। তারপরও বিশ্ব কবি হেরে যাননি। বারবার দুঃখের মধ্যেও সৃজন করে গিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যম দেখলেই খালি শুধু হিংসার সংবাদ দেখি। ছোট ছেলেমেয়েরা সেসব দেখলে তাদের মনে প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু ছোট শিশুরা যদি ভালো ভালো অনুষ্ঠান দেখে তবে তাদের মনে ইতিবাচক ভাবনা তৈরি হয়। কিভাবে ক্রিকেট খেলতে হয়, কিভাবে একটা ছবি আঁকতে হয় এসব যদি টিভিতে দেখানো হয় তবে ভালো।

আমাদের শরীরে অজস্র কোটি কোটি কেমিক্যাল আছে। যা এখনও আবিস্কার হয়নি। রক্ত সঞ্চালনকে সেসব কমিয়ে দেয়। তা সরাসরি হার্ট, কিডনি প্রভৃতি অঙ্গে প্রভাব ফেলে । রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হলে তার থেকে হার্ট, ব্রেনে সমস্যা আসে। তাই মনকে শান্ত রাখতে হবে। একটা মানুষকে বাঁচতে হলে ডাল ভাত সব্জি এনাফ। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন রোজ মাছ মাংস চাই তবে শরীরের তার প্রভাবতো আসবেই। আর ব্যায়াম করতে হবে। মেডিটেশন করতে হবে। সবুজ শাকসব্জি বেশি করে খান। ইতিবাচক ভাবনা রাখুন। সঙ্গীত শুনতে হবে।

সবশেষে বলবো নতুন বছর ভালো কাটুক সবার জীবনে। সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক।

ভাবাবেগ

রিতু সূত্রধর
(চয়ন পাড়া, শিলিগুড়ি)

শীতকাল মানেই একের পর এক উৎসব ও অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা শুরু। আর এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম উৎসব হলো বড়দিন। ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসাথে মিলেমিশে বাস করে। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের উৎসবে সমানভাবে সামিল হয়ে উৎসব উপভোগ করে। তাই প্রতিবছর ২৫শে ডিসেম্বর আমাদের দেশেও বড়দিন বেশ ঘটা করে উদযাপন করা হয়।

এই বড়দিন সম্পর্কে বিশদে জানতে ‘ক্রিসমাস ডে’ নিয়ে একটু পড়াশোনা করছিলাম। সেই দরুন যা যা জানতে পারলাম সেগুলি বাস্তব জীবন ও আমার কিছু অর্জিত অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে আমি তো ভীষনভাবে আপ্লুত এবং কৌতুহলী হলাম আরো জানার জন্য। বড় দিনের আনন্দ সত্যিই অতুলনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক মকরক্রান্তি,কর্কটক্রান্তি, উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিন গোলার্ধ ব্যাপারগুলো তো রয়েছেই, তা আমরা সবাই ভুগোল বইয়ে পড়েছি। তবে আজ আমি এই লেখনীতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাই।

‘ক্রিসমাস ডে’তে ঘরবাড়ি পরিস্কার করে,সুন্দর ঝাউগাছ , লাইট দিয়ে সাজানো,নতুন জামাকাপড় পড়ে পরিবার -আত্মীয় স্বজনদের সাথে সময় কাটানো, কেক খাওয়া, গির্জায় যাওয়া, ভগবান যীশ খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা জানানো, এই যে কাজগুলি আমরা করি, কেন করি, কী প্রয়োজন? সারা বছর, সারাক্ষনতো তাকে স্মরন করেই চলেছি, তবে এই দিনে এত ঘটা কেন? এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, দীপাবলি, মহরমেওতো বেশ জমজমাটি ব্যাপার দেখা যায়। হ্যাঁ, গুরুত্বটা এখানেই। আমরাতো আমাদের জীবনে যাদের আদর্শ অনুসরন করে আমাদের চলার পথে সর্বদা এগিয়ে চলেছি, বিপদে পড়লে, কোনো কিছু বুঝতে না পারলে তাদের

‘‘উর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে (তাঁহার) প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি। ’’
পবিত্র বাইবেল

তদ্রুপ ঈশ্বরের মহিমা আমরা যেন অনুভব করতে পারি যার দ্বারা স্বর্গীয় শান্তি আমাদের মধ্যে বিরাজ করে-- এটাই হোক আমাদের বড়দিনের প্রার্থনা।
সকলকে জানাই শুভ বড়দিনের এবং ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী ও পরিবার

হায়দরপাড়া বাজার, শিলিগুড়ি।

সকলকে বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা --
দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫

কৌস্তুভ দত্ত
রোজলি দত্ত
কৌণিক দত্ত
ও
ক্রিস্টভ দত্ত

শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।

বলে যাওয়া বানীগুলি চোখ বন্ধ করে স্মরন করি। একটা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু-তিনটে দিন তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে নিজেদের মন, মস্তিস্ক ও হৃদয়কে শান্ত, স্থির ও স্নিগ্ধ করি । নিজেদের খুঁজে পাই নতুন করে। এই পৃথিবীতে আমরা পারিবারিক-সামজিক নানাবিধ কতই না দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছি। সেই সকল কিছু সঠিকভাবে সর্বদা নির্বাহ করতে গিয়ে কাউকে আনন্দিত তো কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেলছি। তবে যীশু খ্রিস্ট তো সদাই প্রেম বিনিময় করতে বলেছেন, নির্বিচারে শত্রু ও মিত্র উভয়কেই। এই বিষয়গুলি আমাদের ভাবায় যে শুধু প্রেম , ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে গিয়ে যীশু খ্রিস্টকে কতই না মর্মান্তিক, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছিল। তাই William Blake তাঁর Songs of Innocence এবং Songs of Experience এ The Lamb এবং The Tyger এর মাধ্যমে সমাজের উভয় দিককে কত সুন্দর করে না দেখিয়েছেন। আজকাল আমরা সবাই উচ্চশিক্ষিত, বিচক্ষন, বুদ্ধিমান তাই আমাদের সময় কম থাকায় আমরা এত কিছু ভেবে কোনো দিবস পালন করতে পারি না। আরো অনেক কিছু রয়েছে তুলনা করার, যুক্তি দিয়ে ব্যাখা করার, তবে শব্দসীমায় আমরা আবদ্ধ, ধৈর্য্য শক্তি আজ আর আমাদের নেই। তবে ২৫শে ডিসেম্বর সত্যিই একটা বিশেষ দিন। আনন্দের স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও আমরা খুব ভালো কাটাব এই আশায়ই রাখছি।

With Best Compliments From :~

Cell : 9832406788
9434221175

LAST HONOUR
(COFFIN BOX)

SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

ঐশ্বরিক প্রেম আমাদের মধ্যে থাকলেই নিঃস্বার্থভাবে মানব সেবা করা সম্ভব।
শুভ বড় দিনের তিথি সেই ঐশ্বরিক প্রেমের বার্তা বহন করে আনুক বড় দিনের ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

Better Tomorrow Foundation
(N.G.O)

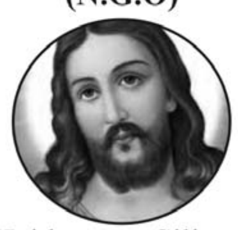

Haiderpara ,Siliguri
NETAJI NAGAR,CHAMPASARI
SILIGURI--3

ফাদার নরেশ বেক

(ক্যাথলিক চার্চ , প্রধান নগর, আওয়ার লেডি কুইন)

আমরা এখন বড় দিন নিয়ে সকলে ব্যস্ত। শুরু হয়েছে বাইরে এবং মনের প্রস্তুতি। বড় দিনের আগে চার সপ্তাহ সময় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য এই সময়। আমাদের মন শুদ্ধিকরনের জন্য এ এক প্রস্তুতিও বলা যেতে পারে। প্রভু যীশু আমাদের ভিতরে এক পরিবর্তন চান। প্রভু যীশু আমাদের মন ও হৃদয়ের পরিবর্তন বা শুদ্ধিকরন চান। এই সময় সকলকে শুভকামনা জানাচ্ছি। প্রভু যীশুর ভালোবাসা যাতে আমি বুঝতে পারি সেটাই জানা প্রয়োজন। প্রভু যীশু চান শান্তি । সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া বা তুচ্ছ যাদের মনে করা হয় তাদেরকে প্রভু যীশু ভালোবাসেন। ঈশ্বরের কাছে সকলে সমান ।ঈশ্বর কারও মধ্যে বিভেদ চান না। যারা বিজ্ঞ তারা ভাবেন প্রভু যীশু বোধহয় তাঁদের জন্যই এসেছেন। কিন্তু তা নয়। প্রভু যীশু চান সকলের মধ্যে ভক্তি ও নিষ্ঠা। আমাদের তাই সকলের মধ্যে বিনম্র ভাব দরকার। গোটা বিশ্বে এই বড় দিনের উৎসবের আনন্দ হয়। পিছিয়ে পড়া মানুষেরা যাতে প্রভু যীশুর দর্শন পান তাই প্রভু গোয়াল ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন।

আমাদের শিলিগুড়ি প্রধাননগরে ২৪ তারিখ রাতে অনুষ্ঠান শুরু হবে। পৌনে দশটায় ব্লেসিংস অনুষ্ঠান শুরু হবে। তারপর পূজাপাঠ হবে। ২৫ তারিখেও তা হবে। সকলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা হবে। আমাদের সেন্ট মেরিজ স্কুল মাঠে প্রচুর মানুষ জমায়েত হন। শুধু খ্রিস্টানরা নন অন্য ধর্মের মানুষরাও সেখানে উপস্থিত হন। তারা প্রভু যীশুর বার্তা শোনেন এবং নিয়ম মেনে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন। আমরা একে অপরের ভাইবোন, সব ধর্মের মানুষ নিয়েই ভারতবর্ষ। এটাও ফুটে ওঠে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এবারে ২৫ তারিখে আমাদের এখানে স্টেজ প্রোগ্রাম হবে। সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানাই।

HAPPY MERRY CHRISTMASS
&
HAPPY NEW YEAR TO ALL

BETHEL ENGLISH SCHOOL

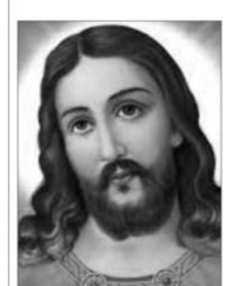

M.M.TERAI
P.O. PANIGHATA,DISTT. DARJEELING
W.B--734423
E MAIL : jocintabethel2000@gmail.com
Principle : Rev Jocinta K.D
Mobile : 9547508180

এসেছি। এখানে কারও কাছ থেকে আমি পঞ্চাশ টাকা ফী নিই, যে ফি দিতে পারে না তার থেকে টাকাও নিই না। গরিব মানুষের পাশে থাকাই আমার মূল কথা। এরমধ্যে যাদের জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন তাদেরকে আমি চেন্নাইয়ের সি এম সি ভেলোরে পাঠাই। ভেলোরে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে। তাদের চিকিৎসা যাতে ভেলোরে হতে পারে সেদিকটিও আমি দেখি।

যীশুমসি এসেছিলেন সব জাতির মানুষকে বাঁচানোর জন্য। পরমেশ্বর আমাদের সকলকে ভালোবাসেন। আর সেই জন্য পরমেশ্বর আমাদের কাছে যীশুখ্রিস্টকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের এক নতুন জীবনের জন্য।

নতুন বছর আসছে ২০২৩ সাল। ২০২০ এর আগে আমরা যেমন ছিলাম এখন আর সেই অবস্থা নেই। সবকিছু ডিজিটাল হয়ে গিয়েছে। অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে বিগত দুবছরে। নতুন করে ২০২০ এর আগের অবস্থায় আর যাওয়া সম্ভব নয়। সামনে যে খুব ভালো অবস্থা হবে তা কিন্তু বলা যায় না। কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জেরে পরিস্থিতি খারাপই হবে। পুরনো ভাইরাস সব জেগে উঠছে। তাতে মহামারী বাড়বে। বরফের ভিতরে যেসব ভাইরাস ছিলো সেসব বাইরে আসছে ক্রমশ। পুরনো ভাইরাস নতুনভাবে আসছে। ২০২৩ নতুন মহামারী আসতে পারে যা আমরা কখনও শুনি নি। রেসপেরটরি সেনশনাল ভাইরাস আসছে। আরও ভাইরাস আসছে। তাই আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মনে সাহস নিয়ে এইসব ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে আমাদের। ইনফেকশন কমাতে হবে। এরমধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে পৃথিবীতে।এখন আমাদের ভালো খাওয়াদাওয়া করতে হবে, সঙ্গে ব্যায়াম করতে হবে। সবথেকে বড় কথা হলো ইমোশনাল স্ট্রেস বাড়ছে। করোনা মহামারীর জেরে অনেকের বাড়িতে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। অনেকের পরিবার ভেঙে গিয়েছে। অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। ফলে স্ট্রেস বাড়ছে।আর তাতে ব্লাড প্রেসার,ডায়াবেটিস, ক্রনিক মানসিক রোগ বাড়ছে। স্ট্রেস আমাদের ইম্যুনিটি কমিয়ে দিয়েছে।এই সময় মনের শক্তি বাড়াতে হবে। তাতে আমাদের লড়াই করার শক্তি বাড়বে ভাইরাসের বিরুদ্ধে। এখন চাই আত্মিক শান্তি। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে হবে। এরজন্য চাই ইতিবাচক ভাবনা। আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমরা যদি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাদের দেখছেন তবে তাঁর ওপর নির্ভরতার জেরে আমাদের অনেক মানসিক শক্তি বাড়ে। আর ইতিবাচক ভাবনা থাকলে স্ট্রেস কমে যায়। স্ট্রেস বাড়লে এড্রিনাল গ্ল্যান্ড স্টেরয়েড হর্মোন বের হয়। স্টেরয়েড হর্মোনর ইম্যুনিটি কমিয়েদেয়। স্টেরয়েডের জেরে ব্লাড প্রেসার বাড়ে। স্টেরয়েডের জেরে আলসার হয়। কয়েকবছর ধরে স্টেরয়েড ব্লাডে থাকলে ইম্যুনিটি কমে এবং ক্যান্সার দেখা দেয়। স্ট্রেস কমে গেলে নব্বই শতাংশ রোগ কমে যাবে সমাজে। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রয়েছে, ঈশ্বর আমাদের দেখবেন এরকম ভাবনা থাকলে মনে সাহস আসবে। পরমেশ্বর মন্দির মসজিদ চার্চে থাকেন না ।পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরমেশ্বরের এক দান। এই পরিবেশও আমাদের সঠিক রাখতে হবে। পরিবেশকে ঠিক রাখলে আমাদের সন্তানসন্ততিরা ভালো থাকবে। পরিবেশ ঠিক রাখা এক নাগরিকেরও দায়িত্ব।

প্রভু যীশুর বানীসমূহ যা আমাদের সবসময় উদ্দীপ্ত করে

১) তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের মঙ্গল করিও, যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিও, যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও।

২) তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল,‘চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত’। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না, যে তোমার এক গালে চড় মারে, তাহার দিকে অন্য গালও পাতিয়া দিও।

৩) যে তোমার চোগা তুলিয়া লয়, তাহাকে আঙরাখাটিও লইতে বারণ করিও না। যে কেহ তোমার কাছে যাচঞা করে, তাহাকে দিও এবং যে তোমার দ্রব্য তুলিয়া লয়, তাহার কাছে তাহা আর চাহিও না।

৪) আর তোমরা যেরুপ ইচ্ছা কর যে , লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরুপ করিও।

৫) যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম করিলে তোমরা কিরুপ সাধুবাদ পাইতে পার? কেননা, পাপীরাও , যাহারা তাহাদিগকে প্রেম করে, তাহারাও তাহাদিগকে প্রেম করে। আর যাহারা তোমাদের উপকার করে, যদি তাহাদের উপকার কর, তবে তোমরা কিরুপ সাধুবাদ পাইতে পার? পাপীরাও তাহাই করে। আর যাহাদের কাছে পাইবার আশা থাকে, যদি তাহাদিগকেই ধার দেও, তবে তোমরা কিরুপ সাধুবাদ পাইতে পার? পাপীরাও পাপীদিগকে ধার দেয়, যেন সেই পরিমান পুনরায় পায়। কিন্তু তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, তাহাদের ভাল করিও এবং কখনও নিরাশ না হইয়া ধার দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহাপুরস্কার হইবে এবং তোমরা পরাৎপর সন্তান হইবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদের প্রতিও কৃপাবান।

৬) তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও।

৭) আর তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। দেও, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, লোকে প্রচুর পরিমানে চাপিয়া ঝাঁকাইয়া উপচিয়া পড়িবার মত করিয়া তোমাদের কোলে দিবে, কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমান কর, সেই পরিমানে তোমাদের জন্যও পরিমান করা যাইবে।

৮) একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না, কারণ এরকম করলে তারা উভয়েই গর্তে পড়বে।

৯) শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়, সে আপন গুরুর তুল্য হইবে।

১০) তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।

সকলকে বড় দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শুভ বড় দিন আপনার জীবনে নিয়ে আসুক প্রভু যীশু প্রদত্ত প্রেম আর শান্তি

শিলিগুড়ি গসপেল চার্চ

নেতাজি কলোনি
(ঘোঘোমালি হাইস্কুলের পাশে)
শিলিগুড়ি-৬
প্রতি রবিবার উপাসনার সময় ঃ
সকাল ১০.৩০ থেকে ১২.৩০
আসুন এবং উপাসনার দ্বারা ঈশ্বর
এর আশীর্বাদ অনুভব করুন।
মোবাইল নম্বর ঃ
Manoj Sarkar -9641399663/
Asst. Pastor Ranjit Saha -7031133713

সকলকে বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

Mobile : 9434151873

Pradip Ghosh (Manta)

প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)

কার্যকরী কমিটির কোষাধ্যক্ষ
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

A1 FORCE SECURITY PVT. LTD.

A1 FORCE

Allan John Biswas

Director

Olive House, Behind Himcose Bhavan, Kalkut
P.O. Champasari, Siliguri-734003
Tel : +91 353 2005811, Cell : +91 9932021577
email : allanbiswas@allanbiswas.com
website : www.a1forcesecurity.com

ইতিবাচক ভাবনা রাখলে অনেক রোগ কমে যায়

ডাঃ রবি কুমার

সকলকে শুভ বড় দিনের শুভেচ্ছা। আমি হায়দরাবাদ থেকে এসেছি। নকশালবাড়ির লালপুলে অবস্থিত হোলি প্যালেস ক্রিশ্চান হাসপাতালে আমি কাজ করছি। হোলি প্যালেসে এমারজেন্সি সার্জারি বিভাগ যেমন গায়নোকলজি, অর্থোপেডিক, জেনারেল সার্জারি সব এমারজেন্সিগুলোই আমি দেখছি। দুবছর ধরে হোলি প্যালেসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি আমি। হায়দরাবাদের মেহেদি পট্টনায়েম বলে একটি স্থান রয়েছে।সেখানেই আমার বাড়ি। যদিও আমি এম বি বি এস পাশ করেছি পন্ডিচেরীতে করেছি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আমি করেছি তামিলনাড়ু ক্রিশ্চান ফেলোশিপ হাসপাতাল থেকে । যখন আমি কেরালাতে ছিলাম তখন বহু গরিব মানুষ বাংলা থেকে ওখানে যেতেন। তারা অনেকেই শ্রমিক শ্রেণী।তারা সেসময় চার্চেও আসতেন। তারা তখন আমার কাছে আবেদন করতেন, আপনার মতো ডাক্তার উত্তরবঙ্গে চাই। এখানে গরিবদের অনেক সমস্যা। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আমি প্রথম প্রথম কয়েকটি চা বাগান পরিদর্শন করি। তাদের সঙ্গে আলোচনাও করি। এভাবে চলতে চলতেই ঈশ্বর একদিন আমাকে নির্দেশদেয় , তুমি বাংলাতে যাও। গরিবদের জন্য কাজ করো। এরপর ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি আমাব স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে শিলিগুড়ি আসি। চা বাগানে ঘুরতে থাকি। স্থানীয় লোকজনের দুঃখদুর্দশা শুনি। তখন স্থির করে নিই যে শিলিগুড়ি চলে আসবো।

উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ চিকিৎসা করাতে পারেন না টাকার অভাবে। সেটা আমি কেরালাতে থাকার সময় দেখেছি। তাই এখানে

I (Fr. Naresh Beck)Wish you all a very happy Christmas & happy New year 2023.May baby Jesus brings and give you all His joy and Love. May He bless us all in this Christmas season and give us love,joy and peace. I also wish you everyone a happy New year 2023.

Thank You

Fr. Naresh Beck

OUR LADY QUEEN CATHOLIC CHURCH
Pradhan Nagar
Siliguri

The Essence of Christmas

The temperature's dropping, the excitement rising;
Whilst the good cheer starts arising.
Now the sun feels cooler, but hearts are warmer fairy lights brighten up every corner.
Sound of bells we hear ringing, Christmas carols we're now singing.

Every person that's away from their own, is eager to come back home.
To sit along with family around the fire, that's what deep in their hearts they desire.
To share the story of Christ's birth with everyone, and sing with cheerful hearts as one.

Sweet aromas rise from the kitchen,
As the Little ones are having fun.
Everything emits a warm hue, of love peace and joy for me and you.

This Christmas Let's make this our focus, as you celebrate with us;
That this season let's not just be receivers; but be blessed as cheerful givers.

- by Nity Naveenta Ekka

সান্তা ক্লজ কে

সান্তাক্লজের আসল নাম সেন্ট নিকোলস বা ক্রিস ক্রিংল। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, সেন্ট নিকোলাস তৃতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহন করেছিলেন। সেন্ট নিকোলাসের জন্মের ২৮০ বছর আগে যীশু প্রয়াত হন।

উত্তর মেরুতে অবস্থিত মাইরার এক অভিজাত পরিবারে সেন্ট নিকোলাস জন্মগ্রহন করেছিলেন। এই পরিবার প্রথমে ধনী থাকলেও পরে তারা গরিব হয়ে পড়ে। সেন্ট নিকোলাসের পিতামাতা ছোট থেকেই প্রভু যীশুর প্রতি ভক্তি করতেন, আর তা দেখেই সেন্ট নিকোলাস প্রভু যীশর পুজো শুরু করেন। পরবর্তীতে সেন্ট নিকোলাস বড় হয়ে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক হয়ে ওঠেন, তারপর তিনি বিশপ হন। যারা নিজের ইচ্ছা পূরন করতে পারে না, যারা খুব গরিব, তাদের পাশে দাঁড়ানোই ছোট থেকে শখ ছিল সেন্ট নিকোলাসের। তিনি সবসময় গরিব শিশুদের উপহার দিতে ভালোবাসতেন। তিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে মধ্যরাতে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে শিশুদের বিশেষ করে গরিবদের উপহার দিতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে ক্রিসমাস এবং সান্তার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। কিছু কিছু গল্পে বলা হয় সান্তা তার স্ত্রী এবং আরও অনেকের সাথে উত্তর মেরুতে বসবাস করেন। সেখানে একটি বিশাল খেলনা কারখানা স্থাপন করা হয়েছে বলেও অনেকে বিশ্বাস করেন, অন্তত কিছু গল্পে এমন বলা আছে।

সান্তা ক্লজ বা সেন্ট নিকোলাস সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে । এরমধ্যে একটি হলো, এক গরিব মানুষের তিন কন্যা ছিলো। সেই মানুষটি এত গরিব ছিলেন যে মেয়েদের দুবেলা খাবার তিনি দিতে পারতেন না। সেই লোকটি তার মেয়েদের বিয়ে দেওয়া নিয়েও চিন্তায় ছিলেন। সেন্ট নিকোলাস কোনোভাবে বিষয়টি একসময় জানতে পারেন এবং তিনি মধ্যরাতে সেই বাড়িতে পৌঁছে যান। তারপর সেই সব মেয়ের মোজার মধ্যে নিঃশব্দে সোনার কয়েন ভর্তি ব্যাগ রেখে আসেন। তারপর সেই সোনার কয়েন ভর্তি ব্যাগ পেয়ে সেই ব্যক্তির দারিদ্রতার অবসান ঘটে এবং তিনি তার মেয়েদের বিয়ে দেন। তাদের জীবনে আসে সুখের দিন।

JESUS WAS BORN ONCE .BUT WE CELEBRATE HIS BIRTH ANNIVERSARY EVERY YEAR . THIS IS PARTLY TO REPEAT OUR EFFORT TO SEEK HIS PRESENCE AMONG THE POOR,THE DOWNTRODEN, THE WOUNDED,THE FORSAKEN AND MAKE A DIFFERENCE IN THEIR LIVES. LET US BRING GOOD NEWS OF LOVE,PEACE & HARMONY IN THE LIVES OF THE NEEDY. WISH YOU ALL A VERY HAPPY CHRISTMAS! BISHOP VINCENT AIND,CATHOLIC DIOCESE,BAGDOGRA

রয়েছে ডগ ক্যানাল। সেখানেই বেশ কিছু কুকুরকে নিয়মিত ক্লান নেন কুনসাং ছোপেল।

কুনসাংয়ের বাড়ি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে। ছোট থেকেই তিনি কুকুর ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা বড় হয়েও ছাড়তে পারেননি । তাই সেই নেশা আজ পেশায় পরিনত হয়েছে। ডুয়ার্সের জয়গাঁ লাগোয়া দলসিংপাড়ায় বহুদিন ধরে বিভিন্ন প্রজাতির কুকুর নিয়ে তার নেশা পেশা চালিয়ে আসছিলেন কুনসাং। কিন্তু করোনা লকডাউনের সময় এই পেশা ধাক্কা খায়। ব্যবসা তলানিতে ঠেকে। তাই আর্থিক সঙ্কটে পড়ে কিছু কুকুরকে দত্তক নেন। তখন ছিল নব্বইটি কুকুর আর এখন তা হয়েছে ত্রিশে। শেষে ডুয়ার্সের দলসিংপাড়া ছেড়ে চলে আসেন শিলিগুড়ি পাথরঘাটায়। সেখানেই এখন জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, তিব্বতী সহ বিভিন্ন প্রজাতির নানা কুকুরের মধ্যে তিনি সম্প্রীতি মেলবন্ধন তৈরি করছেন। বিভিন্ন প্রজাতির কুকুর একসঙ্গে নিয়ম মেনেই থাকছে, একসঙ্গেই তারা ব্যায়াম করছে। একসঙ্গে ক্লাস করছে। আর এই ব্যতিক্রমী পরিবেশের মাধ্যমে এক নজির তৈরি করেছেন কুনসাং। কুকুরগুলো ছানা প্রসব করলে সেগুলোকে আবার ক্লাস নিয়ে নিয়মশৃঙ্খলা শিখিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রি করবেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখন সেসব কুকুরদের শৃঙ্খলা শেখানোই কুনসাংয়ের এখন বড় নেশা।

নাগাল্যান্ডে থাকার সময়ই কুকুরদের নিয়মশৃঙ্খলা শেখানোর ক্লাস কিভাবে করতে হয় তা শিখে নেন কুনসাং। পরে তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা জুড়ে তা আরও পরিবর্তন করেছেন। শুরুর দিকে বিদেশ থেকেও কুকুর এনেছেন তিনি। এখন আর তার প্রয়োজন পড়ে না। তবে করোনার সময় বিরাট ধাক্কা হয়েছে এই ব্যবসায়। কেননা কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকের জীবনধারন সঙ্কটে পড়ে। তাঁরা তখন বাড়িতে কুকুর কিনে এনে সেই কুকুরের পিছনে খরচ করার চাপ নিতে চাননি। যদিও কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। অনেকের বাড়িতে করোনার সময় প্রিয়জনের বিয়োগ হয়। সেই বিয়োগ ব্যথা ভুলতে অনেকেই বাড়িতে কুকুরছানা কিনে আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আর সব দিক বিচার করে কুনসাং কুকুর ছানা তৈরির দিকে এতদিন নজর না দিলেও করোনা বিদায় নিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক হওয়ায় আবারও কুকুরছানা তৈরিতে মন দিয়েছেন।

বড় দিন

অর্পিতা দে সরকার (সহ সম্পাদিকা, খবরের ঘন্টা, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

নানা ধর্ম , নানা জাতির মিলনক্ষেত্র আমাদের দেশ -- ভারতবর্ষ। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয় আমাদের দেশে। যীশু খ্রিস্টের জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর দিনটি, বড় দিন উৎসব পালনের দিন।

পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে চলে এই উৎসবের প্রস্তুতি। পৃথিবীকে পাপমুক্ত করতে আবির্ভাব ঘটেছিল যীশখ্রিস্টের। বড় দিনের দিন ভক্তরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে গির্জায় গিয়ে যীশুখ্রিস্টের বন্দনায় মত্ত হয়ে ওঠে। এবং পাপহীন জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। চতুর্দিকে আলোর ঝলমল করা পরিবেশ ও একে অপরকে কেক ও মিস্টির আদানপ্রদান ভালোবাসার এক রুপ হয়ে ওঠে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে ওঠে কেক। আনন্দে ,খুশিতে একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শুধু খ্রিস্টানরা নয়, সব ধর্মের মানুষই এই আনন্দে মেতে ওঠে।

শিশুদের সারা বছরের আকাঙ্খিত সান্টা আসবে রাত পোহালে। এসে রেখে যাবে মাথার কাছে কেক এবং আরও কত সুন্দর সুন্দর উপহার। এই সান্টারুপী মা বাবা তাদের সন্তানদের আদরে স্নেহে ভালোবাসার উপহারগুলো বছরের পর বছর সাজিয়ে রেখে চলেছে।

কিন্তু সবদিকের চিত্র সমান নয়। সমাজে এক দিকে কেক উপহার এর আনন্দ, আবার অন্যদিকের চিত্র দুঃখদারিদ্র, শীতের স্বীকার মানুষগুলো। না খেতে পাওয়া শিশুগুলো শীতে কষ্টে তাঁরাও কি স্বপ্ন দেখে? সান্টা , তুমি কি তোমার ঝুলি থেকে উপহার, খাদ্য , বস্ত্র , ওষুধ শীতের আরামগুলো ওদের দিতে পারো না? সত্যিইতো আমরাওতো সান্টার দূত হয়ে সবাই মিলেমিশে ওই শীতে কষ্ট পাওয়া শিশুগুলোর মুখে হাসি ফোটাতে পারি। তাদের আনন্দ দিতেই পারি।

তাহলেইতো সম্পন্ন হবে বড় দিনের মতো এই আনন্দ উৎসবটি। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে খেলবে শিশু , মিলবে সাথি। বড় দিনের হয়ে উঠুক আশীর্বাদের আনন্দের বড় দিন।

কুকুরদের নানান শৃঙ্খলা শিখিয়ে চলেছেন কুনসাং

বাপি ঘোষ ঃ নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে সেই মাঝবয়সী ব্যক্তির আসল বাড়ি। সেখান থেকে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া প্রত্যন্ত গ্রামে তিনি এসেছেন। এখানে কুকুরদের নানারকম শৃঙ্খলা শেখাচ্ছেন তিনি। শৃঙ্খলা শিখিয়ে কুকুরগুলো বিভিন্ন মানুষের মধ্যে তিনি বিক্রি করছেন। নেপাল , ভুটান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সর্বত্র তাঁর কুকুর পৌঁছে যাচ্ছে।

কুকুরদের তিনি সামাজিকতা শিখিয়ে চলেছেন। বাড়ির পোষা কুকুরটা যাতে ঘরে আসে অতিথিকে হঠাৎ কামড়ে না দেয় তার প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে।কুকুরদের তিনি নিয়মিত ব্যায়ামও করাচ্ছেন। কুকুরদের হাঁটাহাঁটির জন্যও পুরো বন্দোবস্ত করেছেন তিনি। কুকুরগুলোর শরীরে যাতে চর্বি না জমে, কুকুরগুলো যাতে স্ট্রেসে না পড়ে তারজন্য কুকুরদের দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলার বন্দোবস্তও রেখেছেন তিনি।

সেখানে কুকুরদের নিয়ম শৃঙ্খলা শেখানো হচ্ছে। সিট বললে ওরা বসে পড়ছে,স্ট্যান্ড বললে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। স্লিপ বললে ঘুমিয়ে পড়ছে।

আসলে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া মাটিগাড়ার পাথরঘাটায় প্রত্যন্ত গ্রাম রয়েছে। গ্রামের নাম নেহালুজোত। সেখানেই

আসলো আবার নতুন বছর

কথা ও সুর --- বিপ্লব সরকার

আসলো আবার নতুন বছর
সবারে করি আহ্বান
জন্ম আমার ভারতবর্ষে
ভারত আমার পীঠস্থান।
পূর্ব দিকে ওঠে সূর্য্য
পশ্চিমে যায় অস্তাচলে
এরই মাঝে দেখা যায়
কতজন পায় না খেতে
আসলো আবার নতুন বছর
চলো যাই সবাই মিলে
তাদের কিছু দেবো বলে
ওরাও দেখবে নতুন সূর্য্য
সবারে করি আহ্বান,
আসলো আবার নতুন বছর।
শীতের হাওয়ায় দোলা দিলো
থর থর কাঁপে প্রান
গভীর রাতে পশুরা কাঁদে
সবারে করি আহ্বান
আসলো আবার নতুন বছর।

ঘড়ির কাঁটা থামে না কখনো

কথা ও সুর -- বিপ্লব সরকার

ঘড়ির কাঁটা থামে না কখনো
চলতে শেখায় যত
সময় আছে ততক্ষন
সবাই ব্যর্থ হয় শুধু ঘড়ি ব্যর্থ হয় না
ঘড়ির কাঁটা থামে না কখনো।
টিকটিক করে কাঁটা চলে
থেমে থাকে না সময়
সেকেন্ড চলে, মিনিট চলে
ঘন্টা চলে তার সাথে
ঘড়ির কাঁটা থামে না কখনো।
অসময়ের বন্ধু তুমি
সেদিনও তুমি ছিলে সাথে
গভীর রাতে ঘুম আসে না
ঘড়িতে বাজে রাতে দুটো
ঘড়ির কাটা থামে না কখনো।
সব গেলো মাথা গেলো
গেলো জীবন রসাতলে
চিঠির গদ ভুলে গিয়ে
দেখি ছোট্ট ডিসপ্লেতে
ঘড়ির কাঁটা থামে না কখনো।

সকলকে বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা --
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

Goutam Enterprise

Deals in UPVC CPVC
pipe and Fitting
Sanltary ware and other
Building Materials supplier
Haider Para, Siliguri
Contact no. 9933682721(whatsapp)
9475806473

প্রভু যীশু স্মরনে সেবামূলক কাজ

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী
(হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি, সমাজসেবী বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। নতুন বছর ২০২৩ সালেরও শুভেচ্ছা সকলকে। জন্মগতভাবেই আমি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। বিগত ছবছর ধরে আমি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে আসছি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানেই আমরা সেবামূলক কাজ করে থাকি। বড় দিন উদযাপনের প্রস্তুতি মানসিকভাবে অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। সেটার আমরা বাস্তবরুপ প্রদান শুরু করে চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে। বড় দিনের আগে চিকিৎসা শিবিরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি। মানুষ যাতে উৎসবের দিনগুলোতে বেশি করে সামিল হতে পারে, সবাই যাতে সুস্থ থাকে সেইজন্যই আমাদের সেবামূলক সব চিকিৎসা শিবির। প্রাক বড় দিন উৎসবগুলো যে শুধুমাত্র আনন্দের জন্য তা কিন্তু নয়। বাইবেলে বলা আছে, মানুষ শুধুমাত্র রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যও মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক খাদ্য, যেটা একজন মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। সেইজন্য প্রাক বড়দিনের উৎসবগুলোতে বড়দিন ভিত্তিক নাচ , গান, নাটক অবশ্যই থাকে এবং থাকবে। তারসঙ্গে সংযুক্ত হয় প্রতিবছর প্রভু যীশুর বাণী যা মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন বহন করে আনে। এর বাইরে দুতিনটি ম্যাগাজিনে বড় দিনের ওপর নিজের কিছু লেখনী প্রকাশ করে থাকি। সেটাও থাকবে। তার বাইরে দুটি এলাকাতে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে কম্বল ও মিস্টির প্যাকেট বিতরন কর্মসূচিও রয়েছে। বড় দিনের আগে গির্জার তরফে ক্রিস্টমাস ক্যারল নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়া হয়। এবারও তা হবে। বড় দিনের আগের দিন ২৪ তারিখ রাতে চার্চে উপাসনা, গান , প্রার্থনা, বাইবেলের বাক্য, ছোট শিশুদের মধ্যে উপহার প্রদান কর্মসূচি রয়েছে। পঁচিশ তারিখেও নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত উপদেশ গান নাটক নাচ এসব থাকবে। সবশেষে সেখানে প্রেম ভোজের ব্যবস্থা করা হবে।

বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশনের তরফে দুতিনটি চার্চের সঙ্গে মিলিতভাবে আমরা প্রাক বড় দিন পালন করছি। ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর চার্চ রোডের সি এন আই চার্চের সঙ্গে আমি বড় দিনের উৎসবে বিশেষভাবে সামিল হই। একারনেই বড় দিনের বাক্য প্রচার হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা ২০২০ ও ২০২১ সালে আমরা দেখেছি মানুষ

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
কার্যকরী কমিটির সদস্য
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

With Best Compliments From :~
CELL : 9434308147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

কেন এসেছিলেন যীশুখ্রিস্ট

বিশপ ভিনসেন্ড আইন্ড (বাগডোগরা ধর্মপ্রদেশের ধর্মাধ্যক্ষ)

বড় দিন আসতে আর দেরি নেই। বড় দিন উপলক্ষ্যে একটি চিন্তাভাবনা মেলে ধরতে চাই বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে। প্রভু যীশুখিস্ট মানুষ হয়ে এসেছিলেন বিশেষ কারনে। জগৎ পিতা ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন মানব স্বভাব নিয়ে। জগৎ পিতা তাঁকে নতুন একটি ধর্ম শুরু করার জন্য পাঠাননি। ইহুদিদের সমাজে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেখানেই তিনি প্রথমে ইহুদিদের ধর্ম পালন করেন, সেখানে বড় হন, সেখানে পড়াশোনা হয়। একটা নতুন ধর্ম গঠন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু বিষয়টি ধীরে ধীরে ইতিহাসে হয়ে গিয়েছে, খ্রিস্টিয় ধর্ম। তিনি এসেছিলেন প্রচলিতধর্মে আসল ধার্মিকতা কি, ধর্ম পালন করতে গিয়ে আমরা কি কি ভুল করি, তা সংশোধন করতেই তিনি এসেছিলেন। আর এ কারনেই ইহুদিদের ধর্মযাজকরা তাঁকে ভুল বুঝে ক্রুশ বিদ্ধ করলেন। মরে যাওয়ার তিনদিন পর তিনি আবার পুনরুত্থিত হলেন। যে কোনো ধর্ম আমরা পালন করি না কেন, ভুলভ্রান্তিগুলো যাতে সংশোধন করতে পারি সেটাই অন্যতম বার্তা। এ বিষয়ে মঙ্গল বার্তা থেকে একটা বানী শোনাতে চাই। মথি রচিত মঙ্গল সমাচারের সাত অধ্যায় এর এক থেকে পাঁচ বাক্য --' পরের বিচার না করে বরং নিজের দোষ শুধরে নাও। পরের বিচার করতে যেও না,যাতে তোমাদের নিজেদেরই বিচারে দাঁড়াতে না হয়। কারণ তোমরা নিজেরা যে বিচার নীতিতে পরের বিচার করছো তোমাদেরই একদিন সেইমতো বিচার করা হবে। তোমরা নিজেরা এখন যে মাপকাঠিতে অন্যকে মেপে নিচ্ছো তোমাদেরও একদিন সেই মাপকাঠিতেই মাপা হবে। তোমরা ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে সেদিকে কেন তাকিয়ে রয়েছো? অথচ তোমার নিজেরই চোখে যে কড়িকাঠটি রয়েছে তা যে তুমি দেখছোই না। সে কি , তোমার চোখে ওই কড়িকাঠটা থাকতেও তোমার ভাইকে তুমি কেমন করেই বা বলতে যাও। একটু দাঁড়াও তোমার চোখ থেকে ওই কুটোটা বের করে দিই। ওরে ভন্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা তুলে ফেলো, তবেইতো ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটা বের করার মাতা স্পষ্ট দৃষ্টি পাবি। ' যাঁরা ধর্মপালন করেন , কি কি ভালো দৃষ্টিকোন আসতে পারে, ঈশ্বরের ওপর যা বিশ্বাস নিয়ে , এই বিশ্বাস নিয়ে কি কি ভুল ভ্রান্তি, তার সংশোধন করে আমাদের ভালো পথ দেখাতে তিনি চেয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে আমাদের কি কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়, তার থেকে শিক্ষা নেওয়ার কি আছে তা তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি শুধু বানী প্রচার করতে আসেননি। নিজের জীবনের উদাহরন তিনি আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। তাই আমরা খ্রিষ্ট জন্ম উৎসব আমরা ভক্তির সঙ্গে পালন করি। প্রতিবছর তাই ২৫ ডিসেম্বর আমরা তাঁকেস্মরন করি। আমাদের সমাজে যাতে ভালোবাসা, মানুষে মানুষে যাতে সম্প্রীতির বন্ধন থাকে সেই বার্তাই দিয়ে গিয়েছেন যীশুখ্রিস্ট। আমরা চাই সকলের মঙ্গল। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

২০২২ ধন্যবাদের বছর, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

প্রিসকিল্লা ইলোরা টিগ্গা লাকড়া (নেতাজি নগর, চম্পাসারি, সমর নগর, শিলিগুড়ি)

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আবার ঠিক বড় দিনের আগের মুহূর্তে আমরা জড়ো হয়েছি ঈশ্বরের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। প্রতিবছরই আমরা ঈশ্বরের সুসংবাদ দিই। প্রভু যীশু শান্তির রাজকুমার, ভালবাসার প্রতীক। তিনি ক্ষমার দাতা। এবারে অন্যভাবে আমরা ভেবেছি। যেমন ধন্যবাদের ঈশ্বর। বিগত সময়ে অর্থাৎ কুড়ি একুশ সাল আমাদের কাছে কি দুর্বিসহ অবস্থা তৈরি হয়েছিলো ।আমরা সবাই ভয়ে আতঙ্কে ছিলাম। আমরা কিন্তু ঈশ্বরকে সেই সময়ও আরাধনা করেছি, প্রার্থনা করেছি। তবুও মনে একটা চিন্তা ছিলো, আমাদের কাছে সুদিন আসবে তো? তাই এবছরটা অর্থাৎ ২০২২ সাল সম্পূর্নভাবে ধন্যবাদের বছর বলতে পারি। কারণ প্রভু যীশুখ্রিস্ট মানবরুপে এসে যে বাক্য বা সুসমাচার দিয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমার নিজস্ব চিন্তা বলছি, আমরা ঈশ্বরকে বলে থাকি-- হে ঈশ্বর আমাদের বাড়ি রক্ষা করো, হে ঈশ্বর আমার ছেলেমেয়েকে তুমি ভালো রাখো, হে ঈশ্বর আমার জীবিকা উপার্জনে তুমি সাহায্য করো। কিন্তু আমরা ভুলে যাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে। আমরা একে অপরের কাছ থেকে একটি সামান্য জিনিস পেলেও থ্যাঙ্ক ইউ বলে থাকি। কিন্তু সর্বদাতা যিনি সেই ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ দিতে ভুলে যাই। এবছর তাই ২০২২ সাল ধন্যবাদের বছর। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই কারণ তিনি আমাদের আবার সাধারণ জীবনযাপন করার সুযোগ দিয়েছেন। মানুষ এখন আগের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। অথচ করোনার মধ্যে কি ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছিলো। ঈশ্বর পরম করুনাময়, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সবসময় রয়েছেন, ঈশ্বরকে আবারও ধন্যবাদ বারবার। আগামী বছর ২০২৩ সাল ভালো কাটুক সকলের। প্রভু যীশুর বার্তা একে অপরের সঙ্গে থাকো, তা যেন আমরা সকলে মনে রাখি। আগামী বছরও যেন আমরা সবকিছুতে ঈশ্বরকে সঙ্গে রেখে কাজ করতে পারি। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক, সকলের মঙ্গল হোক। সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

শত্রুদের সঙ্গেও প্রেম করুন

স্বদীপ্ত স্যামুয়েল
(শালবাড়ি, ডিরেক্টর, বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। সারা বিশ্বে বড় দিনের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের শিলিগুড়ি শালবাড়ি বেথেল চার্চ এসোসিয়েশনও সেই অনুষ্ঠান আয়োজন করছে বড় দিন বা ২৫ ডিসেম্বর। প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন সকলের ভালো করবার জন্য। তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে শান্তির বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন। সবসময়ই তিনি মানুষের কল্যান করেছেন। তাঁর বহু অলৌকিক মহিমাও রয়েছে। আজকের দিনে আমরা আরও বেশি বেশি করে তাঁকে স্মরন করবো। আমরা ক্যারল সঙ্গীত সহ নানারকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরন করবো।

সামনে নতুন বছর ২০২৩ সাল আসছে। নতুন বছরে আমরা সকলে যাতে নিঃস্বার্থভাবে চলতে পারি সেদিকে নজর দেবো। শত্রুদেরও যীশুখ্রিস্ট প্রেম করতে শিখিয়েছেন। নতুন বছরে আমরা নিশ্চয়ই তা অনুসরন করবো। সকলের মঙ্গল হোক, সকলের ভালো হোক, চারদিকে ভালো পরিবেশ বজায় থাকুক এমনটাই চাই। চারদিকের পরিবেশ ভালো থাকলে আমি আপনি সকলে ভালো থাকবে।

এই সময় ভালোবাসা, মানবিকতার কথাই বেশি করে বলবো

এলন জন বিশ্বাস (ডিরেক্টর, এ ওয়ান ফোর্স সিক্যুরিটি প্রাইভেট লিমিটেড)

সকলকে বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। বড় দিন নিয়ে কিছু বলার আগে আমি বলবো শিলিগুড়িতে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ বিষয়ে। শিলিগুড়ি হলো উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার। প্রতিদিনই উন্নতি হচ্ছে শিলিগুড়ির। দার্জিলিং মোড়ের পাশ দিয়ে আরও বড় বড় রাস্তা সব হচ্ছে। বহু শপিং মল অনেক কোম্পানি শিলিগুড়ি এসেছে। সামনে আরও অনেক কোম্পানি আসছে শিলিগুড়িতে। আসছে অনেক রিয়েল এস্টেট। তৈরি হচ্ছে অনেক আবাসন। আর সেই সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের বিষয়ে। বহু বেকার ছেলেমেয়ে আমাদের সংস্থায় কাজ করার জন্য আসছেন। বি এ, এম এ পাশ করেও অনেকে আসছেন নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতে। এই নিরাপত্তারক্ষীর কাজ হলো থ্যাঙ্কলেস জব। তারপরও অনেকে আসছেন। কেননা দুটা পয়সা রোজগার হচ্ছে। আমরা আমাদের কোম্পানিতে বেতনের পাশাপাশি পি এফ দিচ্ছি, ই এস আই রয়েছে। অনেকের সংসার চলছে এই কাজ করে। অনেকে এখানে কিছুদিন কাজ করে পুলিশ বা সেনাবাহিনীতে চাকরিতে চলে যাচ্ছেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীরা আমাদের এখানে প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন। শপিং মল থেকে শুরু করে আবাসন, নার্সিং হোম সর্বত্র নিরাপত্তা রক্ষীর জন্য দাবি আসছে। আমাদের সংস্থা গুরুত্ব দিয়ে সব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সিটি সেন্টারে আমাদের ক্যাফে রয়েছে। বার্লিন ক্যাফে। তবে আমাদের সিক্যুরিটি সংস্থার কর্মী দার্জিলিং পাহাড় থেকে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, বিহারের পূর্নিয়া পর্যন্ত কর্ম বিস্তৃত। বেকার সমস্যার যুগে এখানে কাজ করে পরিবার চলছে অনেকের, এটা বেশ বড় খবর। আমরা সার্ভিস এপার্টমেন্টও দিচ্ছি। ফোর বেডের রুম ভাড়া দিচ্ছি। সাত দশদিনের জন্য। সপরিবারে এসে কয়েকদিনের জন্য আমাদের অলিভ রেসিডেন্সিতে ভাড়া থাকতে পারেন। কেউ যদি মনে করেন রান্না করে খাবেন খেতে পারেন। আর যদি তা না পারেন, তবে খাবারের জন্য হোম সার্ভিসের অর্ডার দিতে পারেন।

এবারে বলি বড় দিনের কথা। আমার বাবা ছিলেন প্রয়াত বিজয় কুমার বিশ্বাস। তিনি ছিলেন রেভারেন্ড। শিলিগুড়ি ও পাহাড় মিলিয়ে তিনি ৬০টিরও বেশি চার্চে পত্তন করে গিয়েছেন। তিনি অনেকগুলো মাসি মন্ডলী তৈরি করেছেন । ৮৮ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হয়েছেন ২০২১ সালে। তাঁর দর্শন আমরা অনুসরন করছি।

বড় দিন একটি বিশেষ সময়। এই সময় আমরা চাই পরস্পর ভালোবাসা, আশা এবং আনন্দ। এই সময় আমরা বলবো শিলিগুড়ি সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে মানবিকতা বৃদ্ধি পাক আরও বেশি বেশি করে।

নতুন বছরও ভালো হোক। বিগত দুই বছর করোনার জন্য অনেকের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ২০২৩ সকল হতাশ কাটিয়ে আমাদের সকলের জীবনে নতুন বার্তা নিয়ে আসুক এটাই প্রার্থনা করি। সবার মঙ্গল হোক।

শুধুমাত্র জনবল ও অর্থবল এবং নিজের জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে সুস্থ রাখতে পারে না। করোনার সময় অনেক মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা চিকিৎসার পিছনে ব্যয় করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রান হারিয়েছেন। আবার এরকম অনেক উদাহরন আছে যে অতি সাধারণ চিকিৎসা বাড়ি বা সরকারি হাসপাতালে করিয়েও করোনাকে হার মানিয়েছেন। করোনার সময় আমরা বুঝেছি ঈশ্বর ব্যতিরেক জগতের নিয়ন্ত্রনের ভার অন্য কারও হাতে সমর্পন করে দিই তাহলে ভুল হবে। সেই কারনেই বলবো, প্রভু যীশুখ্রিষ্ট যে কারনে পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে ঈশ্বরের অনুগামী করানোর জন্য , মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য এবং সেই পরিবর্তন যে তার হৃদয়ের মধ্যে থাকবে তাই নয়। তার কাজকর্ম আচার আচরনের দ্বারা প্রতিফলিত হবে। প্রতিবেশী, অফিস সহকর্মী সর্বত্র তাঁর আচারআচরনের সঙ্গে প্রতিফলিত হবে। প্রতিবেশী কথাটি আরও বেশি করে ব্যবহার করছি তা একটি গল্প শোনালে বোঝা যাবে। একবার প্রভু যীশুর শিষ্যরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনিতো অনেক আজ্ঞা এবং আদেশ আমাদের দিলেন, এরমধ্যে কোন দুটি বেশি মহান। তখন তিনি বলেছিলেন, এক) তুমি তোমার ঈশ্বরকে মন প্রাণ হৃদয় দিয়ে প্রেম করবে। দুই) তুমি তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মনে করে প্রেম করবে।

সেজন্যই এই প্রতিবেশী তার একটি বিরাট গুরুত্ব রয়েছে প্রত্যেক মানুষের জীবনে। সেই কারনেই আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে কিভাবে মিশছি, চলছি সেটা দেখতে হবে। এই পরিবর্তন তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা প্রভু যীশুকে আমরা নিজের হৃদয় দান করি। শুধুমাত্র আমি প্রভু যীশুর সামনে মোমবাতি জ্বালাই, বা তাঁর ছবিতে ফুলের মালা দিই তা প্রকৃত ভক্তের লক্ষন নয়। বাহ্যিকভাবে প্রভু যীশুকে ভক্তি দেখালে হবে না। আমাদের চাই শান্তি। যখন সবকিছু নেতিবাচক চলছে তখন তারমধ্যেও যে মানসিক শান্তি সেই কথাই বলে গিয়েছেন প্রভু যীশু। জাগতিক শান্তি আর প্রকৃত শান্তি তারমধ্যে অনেক ফারাক। যখন প্রভু যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয় তখন তিনি যাঁরা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছেন তাদের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমরা যদি বাইবেলের নতুন নিয়মের অধ্যায়গুলো ভালোভাবে পড়ি তাহলে দেখবো, তৎকালীন যুগে যারা প্রভু যীশুর অনুগামী ছিলেন তারাও মানুষকে ক্ষমার দৃষ্টিতে সব বিচার করার পরামর্শ দিয়েছেন। আজকে যেটা পাওয়া যায় না বললেই চলে। আজ আমরা ওই ধরনের ক্ষমা প্রবনতার মানুষ চিন্তাও করতে পারি না। যদি আমরা প্রকৃতভাবে অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা শোনেন। অনেকসময় আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অন্যায় করে থাকি। প্রভু যীশুর কাছে সমর্পন করে আমরা যদি আমাদের হৃদয় নির্মল করার প্রার্থনা করি তবে নিশ্চয়ই প্রভু যীশুর আমাদের সঙ্গে থাকবেন। প্রভু যীশুকে আমাদের হৃদয়ে তাই রাখা প্রয়োজন। যেমন একজন কুমোর মাটি দিয়ে কিছু গড়তে চাইলে মাটিটি নরম হওয়া প্রয়োজন।

তেমনই আমাদেরও তেমনই সমর্পন হৃদয়ের মন প্রয়োজন যাতে প্রভু যীশু আমাদের সেভাবে গড়ে তুলতে পারেন। সকলকে বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

সকলকে বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা --
মুক্তা হোটেল

এস এন বোস পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে,
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি
মোবাইল --৭৬০২২৪৩৪৩৩

Siliguri Alpha K-9,

Mahima Complex, Nehalujote, Patharghata,
Siliguri - 734010
District Darjeeling, West Bengal

Contact: 7797939790
Email: kunsangchho@gmail.com

"We were formally known as Unique Kennel but now became SILIGURI ALPHA K-9. We breed German Shepherd, and Labrador, Maltese, Miniature Pinschers, and Spitzs. Visit us from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. (Monday to Saturday).

"If you pick up a starving dog and make him prosperous he will not bite you. This is the principal difference between a dog and man." – Mark Twain

"Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail." – Kinky Friedman"

বড় দিন বড় খুশির দিন

সঙ্গীতা গুপ্তা
(শালুগাড়া, এম্বাসাডর-- জেসাস কল)

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আমাদের জেসাস কল এমন সংস্থা চব্বিশ ঘন্টা যে কেউ তাদের সমস্যা নিয়ে ফোন করতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের শক্তিতে। আমাদের কাছে মানুষ তাদের সমস্যা জানালে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করি। আমরা বিশ্বাস করি প্রার্থনার বিশেষ শক্তি আছে।

বড় দিন বড় খুশির দিন। এই সময় প্রভু যীশুর যেমন জন্ম হয়েছে তেমনই আমাদের নতুন জন্ম হয়েছে। সত্য জানার সময় এই ডিসেম্বর মাস। যীশু খ্রিস্ট কেন এসেছিলেন তা জানা আমাদের বেশি করে দরকার। আমরা প্রভু যীশুর জন্মদিন পালন করলাম, কেক কাটলাম, সেটা বড় কথা নয়। বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি, প্রভু যীশু মানুষকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন। যেকোনও বন্ধন। মদ্যপান হোক, ভেজাল দেওয়ার কাজ হোক সব বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে তিনি এসেছিলেন। যাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছে তাদের সান্তনা দিতেও যীশু এসেছিলেন। আপনি যা হারিয়ে দিয়েছেন তা পুনরুদ্ধারে এসেছিলেন যীশু খ্রিস্ট। আপনি কি আপনার স্বাস্থ্য খুইয়েছেন? আপনি কি আপনার আনন্দ বা শান্তি খুইয়ে দিয়েছেন। এই বড় দিনের সময় খুশির খবর এটাই যে প্রভু যীশু আপনার হারিয়ে যাওয়া সব জিনিস ফিরিয়ে দিতে তিনি এসেছেন। যীশু খিস্ট কি আপনার হৃদয়ে জন্ম দিয়েছেন? ধর্ম তৈরি করতে পৃথিবীতে আসেননি যীশু খ্রিস্ট। তিনি এসেছিলেন আমাদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য। আপনার জীবনে অসাধারণ কাজ করার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্টকে সুযোগ দিন। প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে আপনি এক বিরাট শক্তির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করবেন। ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রিস্ট। তিনি আপনার বিচার, দেহ , মন, আত্মা যিনিত সবকিছুকে শুদ্ধ করতে চান। আমাদের কাছে কোটি টাকার সম্পত্তি থাকলেও আমরা রোগকে প্রতিহত করতে পারি না। রোগের এমন অবস্থাও হয় যে শেষে ডাক্তার কিছু করতে পারেন না, ডাক্তারও বলে থাকেন বাঁচার জন্য ঈশ্বরের দ্বারস্থ হোন। যিনি মৃত্যুর দিকে যাচ্ছেন তার কাছে এক আশা প্রভু যীশু খ্রিস্ট। যিনি অন্ধকারে বসে আছেন তার কাছে এক জ্যোতি প্রভু যীশু খ্রিস্ট। যিনি নিরাশ হয়ে বসে আছেন তার কাছে এক আনন্দ প্রভু যীশু খ্রিস্ট। আপনি শুধু প্রার্থনা করুন, প্রভু যীশু একবার আমার হৃদয়ে জন্ম নাও। সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা আবারও। এরসঙ্গে নতুন বছর আসছে। সবাই ভালো থাকুন, নতুন আশা নিয়ে নতুন বছরে প্রভু যীশু বা পরমেশ্বরের শান্তির বার্তা নিয়ে চলুন। সবাই শান্তিতে থাকুন। প্রভু যীশু সকলকে প্রেম করতে এসেছিলেন, প্রভু যীশু সকলকে শান্তি দিতে এসেছিলেন। আজকের দিনে তাই তার দর্শন খুবই প্রাসঙ্গিক।

সত্য ও অহিংসার বানীই দিয়ে গিয়েছেন প্রভু যীশু

সুভাষ স্যামুয়েল
(শালবাড়ি, বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। বেথেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি সেবামূলক কাজ করে থাকি। বড় দিন আমরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে পালন করে থাকি। বড় দিনের উৎসব শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তা পালন করা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর আমাদের এত ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যীশুমসিকে পৃথিবীতে পাঠালেন। যাতে আমরা তাঁর বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত করতে পারি। অন্যায় পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাতে আমরা শুদ্ধ হতে পারি , আমরা এক নতুন জীবন পেতে পারি সেজন্যই প্রভু যীশুখ্রিস্ট এসেছিলেন।

মরিয়ম যখন কুমারী ছিলেন তখন একদিন স্বর্গদূত এসে তাঁকে এক খুশির খবর দেন। সেই দূত জানান যে মরিয়ম গর্ভবতী হবেন এবং তাঁর গর্ভে এমন একজন আসবেন যে তাঁকে পরমেশ্বরের পুত্র বলা হবে। মরিয়ম অবাক হয়ে যান সেই বার্তায়। কারণ কোনো পুরুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো না, কারো সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। তবে কিভাবে তা সম্ভব। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বার্তা বাস্তবে রুপ পেলো। যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে এলেন।

যীশু খ্রিস্ট তারপর বড় হতেই অসাধারণ সব কাজ করতে লাগলেন। যিনি শত্রু তাঁরও কিভাবে ভালো করতে হয় যীশু শিখিয়ে গিয়েছেন আমাদের। জগতের সকলের মঙ্গল কিভাবে করা যায় প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের সেই বার্তাই দিয়ে গিয়েছেন। বহু অসুস্থ মানুষকে যীশুখ্রিস্ট বাঁচিয়েছেন। শত্রুরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করার তিন দিন পর তিনি জীবিত হয়ে ওঠেন। চল্লিশ দিন পর তিনি স্বর্গে যান। আমরা এই বড় দিনের সময় তাঁকে বারবার স্মরন করবো। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আবারও আসবেন পৃথিবীতে।

সত্য ও অহিংসার বানীই প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। শিলিগুড়ি শালবাড়িতে বেথেল চার্চ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবারও আমরা বড় দিনের অনুষ্ঠান করবো। তার আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্যারল সঙ্গীত গাওয়া হবে। বড় দিনে বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রভু যীশুর ওপর নাটক, গান, প্রবচন প্রভৃতি হবে। সামনে নতুন বছর আসছে। নতুন বছর উপলক্ষ্যে বলবো, নতুন বছরে আমরা যেন শপথ নিই কেউ কোনো খারাপ কাজ করবো না। সবাই মিলে ভালো কাজ করবো। নেচিবাচক মনোভাবকে আমরা পরিত্যাগ করবো। আমরা সবাই চলবো ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে। ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি সকলের মঙ্গল করি তবে আমাদেরও পরিবারের ভালো হবে।

পঞ্চাশ বছরে সেবা কেন্দ্র

ফাদার ফিলিক্স পিন্টো
(ডিরেক্টর, সেবা কেন্দ্র, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

প্রতিবছর আমরা বড় দিনের সময় আমাদের সেবা কেন্দ্রে অনেক অনুষ্ঠান করে আসছি। এবারে তা তেমনভাবে হবে না। কারণ এবারে আমাদের সেবা কেন্দ্রের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। এখন আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। আমরা প্রতিবছর সব ধর্মের মানুষদের আমন্ত্রন জানিয়ে বড় দিনের অনুষ্ঠান করি। ১৭ ডিসেম্বর আমাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান হচ্ছে। তারসঙ্গে আরও অনুষ্ঠান হবে। গত ২৯ নভেম্বর আমরা রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করি। সূর্যনগর সমাজ কল্যান সংস্থা এই শিবিরের জন্য সহযোগিতা করে। পঞ্চাশ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয় সেখানে। ১৭ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা আসছেন। আমরা শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করি। আমরা মানব পাচার প্রতিরোধে কাজ করি। আমাদের অনেক প্রকল্প রয়েছে। যেমন চাইল্ড রাইটস, সান্ধ্যকালীন শিক্ষা, সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, জৈব কৃষি প্রভৃতি নিয়ে আমাদের কাজ হয়। সেসব প্রকল্পের ওপর আমরা প্রদর্শনীরও আয়োজন করছি।

আমাদের এই সেবা কেন্দ্র পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নে কাজ করে আসছে। শিলিগুড়ির পাশে গ্রামগুলোতে আমাদের সেবা কেন্দ্র অনেক কাজ করেছে। দার্জিলিং পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকাতে অনেক কাজ করেছি আমরা। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক মানুষ পাহাড়ে স্বনির্ভর হয়েছেন। আমাদের কাজের মাধ্যমে পাহাড়ের অনেক এলাকাতে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, আলো প্রভৃতি নানা উন্নয়ন হয়েছে। আমেরিকা থেকেও এজন্য সহযোগিতা এসেছে। পাহাড়ের আধুনিক পরিকাঠামো তৈরিতে সেবা কেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নয়ন বাদে মানবিক বহু কাজ করেছে সেবা কেন্দ্র। আগামীতে এরকম আরও সেবামূলক কাজ করে যাবো আমরা। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তিত এবং মনে দুঃখ তৈরি করে। সেটা হলো, আগের মতো ভাই ভাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার মতো অনেক কিছু নেই। আগে যেমন হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সবাই মিলেমিশে ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করতো। এখন সেখানে কোথাও কোথাও সমস্যা হচ্ছে। আর সেটা হতে থাকলে সমস্যা। যদি পরস্পর ভাই ভাইয়ের শান্তির পরিবেশ না থাকে তবে উন্নয়ন হবে না। সবাই আমরা পিছিয়ে পড়বো। আমরা চাই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটুক। সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের কাজই আরও বেশি করে করতে চাই। সমাজে যদি ইতিবাচক ভাবনা না থাকে, সমাজে যদি পরস্পর হিংসা থাকে তবে সমাজ পিছিয়ে যাবে। এদিকটি আমাদের ভাবিয়ে চলেছে। আমরা চাই শান্তি। আমরা চাই সম্প্রীতি, মনুষত্বের পরিবেশ বা বন্ধন আগামী দিনে আরও জোরদার হোক। সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুক এটাই আমরা চাই। প্রভু যীশু সকলের মঙ্গল চেয়েছেন। প্রভু যীশু সর্বত্র শান্তি চেয়েছেন। প্রভু যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন আমাদের ভালবাসতে। প্রভু যীশু আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। সেই প্রভু যীশুর বার্তা নিয়েই আমরা সমাজের উন্নতি সাধনে নতুন বছরে আরও মন প্রান দিয়ে কাজ করে যাবে। তবে সেবা কেন্দ্রের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সারা বছর ধরেই আমাদের নানা কাজ চলতে থাকবে। আমাদের ধর্ম যেন গির্জা, মন্দির বা মসজিদে আটকে না থাকে। আমাদের ধর্ম যেন মানুষের ভালবাসা মানুষের সেবায় কাজে লাগে।

Recalling the days when I was a young girl,
Christmas was not just a mere festival.
It was a season full of celebration,
Occupied with a month long preparation.

Where Cake added flavour to the festivity feel,
Christmas tree was decorated with a passionate zeal.
New outfits were worn out of ecstasy,
To seek Santa was everyone's curiosity.

Christmas meant advent of Santa for me,
As I spent most of it in seeking him.
At last i used to sit down in dispair,
As he didn't fulfill my wish kept in socks pair.

Time flew away and nothing has changed,
Children still believe in bearded man's tale.
Story might appear illusionary nowadays,
But Santa sends a strong message even today.

Santa was a person however in disguise,
Who set out at night to fulfill people's requisites.
He equipped those who lacked the basic needs,

BARSHA TIRKEY (RANCHI)

পুতুল নাচের মাধ্যমে বড় দিনের বার্তা

কৌস্তভ দত্ত ও রোজলি দত্ত
(শিলিগুড়ি রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রি, সমাজসেবী)

আনন্দের উৎসব বড় দিন। এটা কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়। বৃহৎ আকারে পৃথিবীব্যাপী এক বড় উৎসব হলো বড় দিন। এই উৎসবের কেন্দ্র বিন্দু হলেন যীশুখ্রিস্ট। তাঁর জন্মদিনকে বড় দিন হিসাবে উদযাপন করা হয়। প্রত্যেক বছরের মতো আমরাও এবারে এই দিনটি উদযাপন করবো পারিবারিকভাবে। এবারেও আমাদের সামাজিক কর্মসূচি রয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের কিছু কর্মসূচি শুরুও হয়ে গিয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর গয়েরকাটায় বড় দিনের উৎসব হলো। ৩ তারিখে একটি বড় অনুষ্ঠান ছিলো। ১৭ ডিসেম্বর থেকে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান রয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনহাটা, শিলিগুড়ির যৌন পল্লীতে আমাদের নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। এবছর আমরা তরাই বি এড কলেজের স্কুলে আমরা অনুষ্ঠান করছি। পুতুল নাচের মাধ্যমে বড় দিনের বার্তা দেবো শিশুদের মধ্যে। বড় দিন কি এবং কেন তা আমরা পুতুল নাচের মাধ্যমে মেলে ধরছি। পুতুল নাচ আজ হারিয়ে যাচ্ছে। সেই পুতুল নাচ আমরা আবার মেলে ধরছি। পুতুল নাচের শিল্পীদেরও আমরা উৎসাহিত করছি। তাদের জন্য উপহারও থাকবে। এটা হচ্ছে ১৯ ডিসেম্বর। ১৭ তারিখে কোচবিহার, দিনহাটা যৌন পল্লীতে আমাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে। কাওয়াখালির বালাসন নদীর পাশে আমাদের কেন্দ্র রয়েছে স্যুইট হোম। সেখানে বিনামূল্যে শিক্ষা দান, সেলাই শেখানোর কেন্দ্র রয়েছে আমাদের। সেখানেও বড় দিনের অনুষ্ঠান হবে।

প্রভু যীশু পৃথিবীতে আসার আগে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী দেওয়া হয়েছিল, তিনি শান্তিরাজ। প্রিন্স অফ পীস। ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে ঐশ্বরিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে আমরা জানি একবছর ধরে যুদ্ধ চলছে। এটাই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? এই যুদ্ধের শেষ কি আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। চারদিক থেকে আমরা নানা খবর পাচ্ছি। তারমধ্যেই এই বড়দিন। পৃথিবীতে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় সেটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর প্রিয় পুত্র যীশু খ্রিস্টকে পাঠিয়েছিলেন , যাকে বলা হয় শান্তির রাজকুমার। সেই শান্তির রাজকুমারকে আমরা প্রকৃতভাবে অন্তরে রাখতে পারি তাহলেই প্রতিটি মানুষের অন্তরে তিনি বিরাজ করবেন। আর সেখান থেকেই শান্তি আসবে। সবাই শান্তিতে

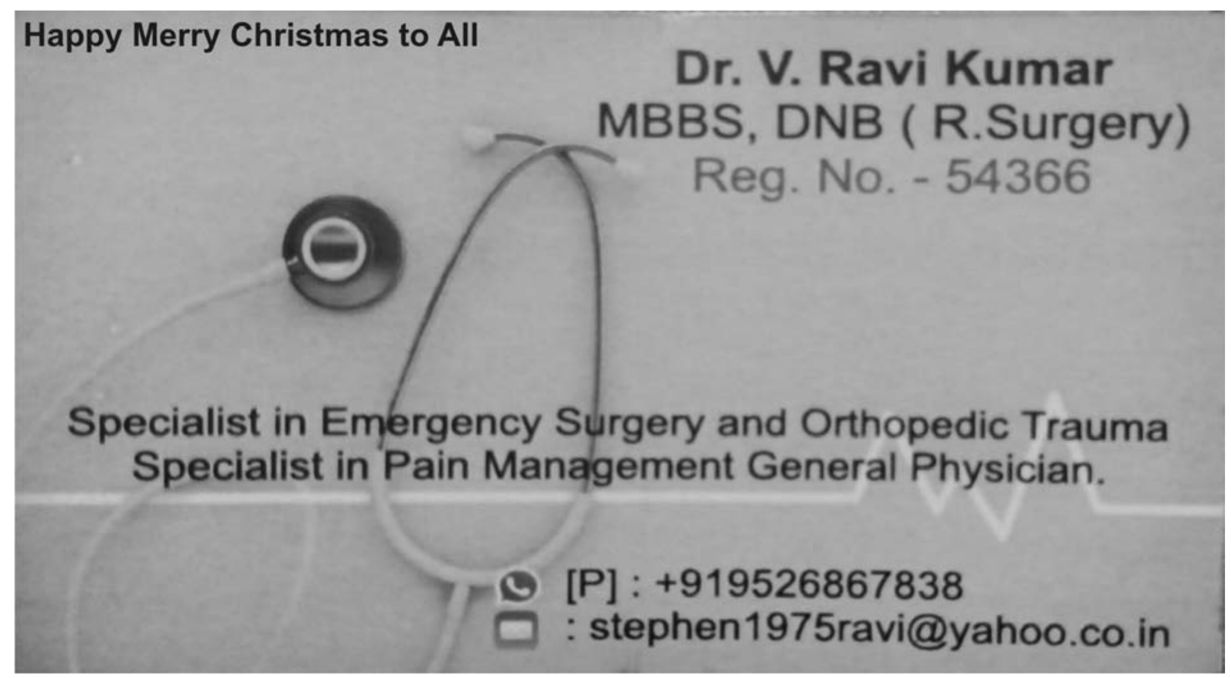

থাকলেই সকলের মঙ্গল। পৃথিবী তাতে শান্তিময় হয়ে উঠবে।

নতুন বছরে আমরা প্রবেশ করবো। একটাই প্রার্থনা থাকবে ঈশ্বরের কাছে, নতুন বছর তোমার আশীর্বাদে পরিপূর্ণ থাকুক। প্রত্যেক ঘরে শান্তি বিরাজ করুক। প্রত্যেকে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকুক। আর দ্বিতীয় মহামারী আমরা দেখতে চাই না। আমরা চাই সমগ্র বিশ্বের মানুষ এক হয়ে এক

এক শান্তি এগিয়ে নিয়ে যাক। এটাই মূল প্রার্থনা আমাদের।

প্রতিবছর কাওয়াখালিতে প্রান্তিক শিশুদের যে অনুষ্ঠান আমরা করি, এবারেও তা করবো। অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে সঙ্গীত সহ নানা অনুষ্ঠান হবে। তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করবো।

রোজলি দত্ত ঃ বড় দিন মানে আনন্দের দিন। গোটা বিশ্বে এই সময় আনন্দের দোলা লেগে যায়। তাতে সামিল হয়ে আমরাও কিছু অনুষ্ঠান করছি। আমাদের শিলিগুড়ি রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রি থেকে অনুষ্ঠান হয়। প্রভু যীশুর প্রেম ও শান্তির বার্তা আমরা সকলের মধ্যে মেলে ধরছি। নতুন বছর যাতে সকলের ভালো কাটে সেটাই চাই। নতুন ভাবে সব কিছু সুন্দর হোক এটাই চাই। সবাই ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক এটাই চাই। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান। যৌন পল্লীতে আমাদের এই সময় বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। যৌন পল্লীর মেয়েরাও আমাদের বোন। ওদেরকে আমি জড়িয়ে ধরি।ওদের ভালোবাসা দিই, কেননা ওরা ভালোবাসা পায় না। সমাজ তাদের নীচু চোখে দেখলেও প্রভু যীশু কিন্তু তাদেরও ভালোবাসেন। প্রভু যীশু তাদের জন্যও চিন্তা করেন বলেই আমাদের সেখানে পাঠান কাজ করার জন্য। সমাজের কথায় যে তাঁরা অচ্ছ্যুৎ সেই বিষয়টি আমরা সরিয়ে দিতে চাই। সকলের কাছে প্রার্থনা করবেন যাতে আমরা আরও বেশি করে এই বোনেদের জন্য কাজ করতে পারি। তারা যে অচ্ছ্যুৎ এই শব্দটি যাতে বিদায় নেয় সেজন্য প্রার্থনা করবেন সকলে মিলে।

সকলকে বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সভাপতি

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

পিছিয়ে পড়াদের জন্য ইংরেজি স্কুল

স্টিফেন চার্লস

(দুর্গা মন্দির , কদম তলা, বি এস এফ হেড কোয়ার্টারের পাশে)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। আমার পরিবারে আমার স্ত্রী এবং পুত্র ও পুত্রবধূ রয়েছেন। অনুগ্রা মহিমামন্ডলীর সদস্য আমরা। এই চার্চের অবস্থান গান্ধীনগরে। আমার একটি স্কুল আছে দার্জিলিং মোড়ের গ্যাস গোডাউনের কাছে। পিছিয়ে পড়া শিশুদের পড়ার সুযোগ রয়েছে সেই স্কুলে। সব শিশুতো আর হাইস্কুল বা বড় স্কুলে পড়তে পারে না। কেননা সব শিশুর অভিভাবকের সেই পয়সা নেই। তাদের সেই সামর্থ্য নেই। স্কুলের নাম স্প্রিংডল একাডেমি। ইংলিশ স্কুল মূলত। হিন্দিও পড়ানো হয়। এই সব ছেলেমেয়েগুলোর ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয় সেদিকে আমাদের নজর রয়েছে। ২০১০ সালে এই স্কুল শুরু হয়। যখন স্কুল শুরু হয় তখন খুব কষ্ট ছিলো। দশপনের জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে তা শুরু হয়েছিল। এখন নব্বইয়ের বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। করোনার সময় অনেক ছাত্রছাত্রী কমে যায়। এখন আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসছে। ফী-ও খুব কম। কমপক্ষে ৫০০ টাকা, সর্বোচ্চ আটশ টাকা ফী। ছাত্রছাত্রীদের কারও বাবা রিকশা চালক, কারও বাবা ঠেলাচালক। খুবই পিছিয়ে পড়া। এইসব রিকশচালকদের মনেও স্বপ্ন আছে যে একদিন তাঁদের সন্তান ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হবে। সেই দিকে তাকিয়ে তারা ছেলেমেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠাচ্ছেন। এরমধ্যে স্কুলে শিক্ষায় কিছু পরিবর্তন আনছি আমরা। স্কুলে আমরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানও করি। আগামীদিনেও হবে। বড়দিন অনুষ্ঠান আমরা করবো। এই সময় বলবো শান্তির পরিবেশ বিরাজ করুক সর্বত্র। ঈশ্বরে রয়েছে শান্তি। এই শান্তি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক।

সমগ্র শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গবাসীকে আমাদের তরফ থেকে শুভ বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা --

RODA

FRED

FREEDA

AND

FRANK

NETAJI NAGAR,CHAMPASARI

SILIGURI--3